রাঁচি, রবিবার

28:05:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>223 >>13 Joystha 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২২৩ >> << ১৩ই, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

পাঁচ দিনের সফরে ঢাকায় পৌঁছেছেন ওআইসি মহাসচিব

ঢাকা ঃ পাঁচ দিনের সফরে শনিবার ঢাকায় এসেছেন অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশনের (ওআইসি) মহাসচিব হিসেন ব্রাহিম তাহা। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই সফরকালে হিসেন ব্রাহিম ত্বহা কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করার কথা রয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ওআইসি মহাসচিবকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (আন্তর্জাতিক সংস্থা) ওয়াহিদা আহমেদ এবং আইইউটির ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। সফরকালে ওআইসি মহাসচিব রবিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন তিনি। এছাড়া, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির (আইইউটি) চ্যান্সেলর হিসেবে, ওআইসি মহাসচিব ৩০ মে আইইউটির ৩৫তম সমাবর্তনে যোগ দেবেন।

বাজার দর

SENSEX : 62501.69 +629.07

NIFTY : 18499.35 +178.20

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
37.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .29 টা

সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .03 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম

সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম

রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

পুতিনের আমন্ত্রণে লুলার 'না', যাচ্ছেন না রাশিয়ায়

ব্রাজিল ঃ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভাকে রাশিয়া সফরের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। কিন্তু পুতিনের এই আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারছেন না লুলা। টুইট করে তিনি জানিয়েছেন, এখন তাঁর পক্ষে রাশিয়া সফর করা সম্ভব না।

স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার রাতে নিজের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট থেকে টুইট করেন প্রেসিডেন্ট লুলা। ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ফোরামের সম্মেলনে অংশ নিতে তাঁকে আমন্ত্রণ করায় পুতিনকে ধন্যবাদ জানান তিনি। আগামী ১৪ থেকে ১৭ জুন রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে এই সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে।

টুইটে লুলা লেখেন, 'পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছি। সেন্ট পিটার্সবার্গে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফোরামে আমন্ত্রণ জানানোয় তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। সেই সঙ্গে বলেছি, আমি এই মুহূর্তে রাশিয়া যেতে পারব না।' যদিও রাশিয়ায় কেন সফরে যেতে পারছেন না, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি লুলা। তাঁর দপ্তর থেকেও এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

রাশিয়ায় যেতে না পারলেও ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে ব্রাজিলের আগ্রহের কথা পুতিনের কাছে পুনর্ব্যক্ত করেছেন লুলা। তিনি লেখেন, শান্তি ফেরানোর জন্য উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা এগিয়ে নিতে ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও চীনকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাজিল ভূমিকা রাখতে চায়।

এর আগে গত সোমবার জাপানের হিরোশিমায় ধনী দেশগুলোর জোট জি ৭-এর সম্মেলন চলাকালে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে লুলার বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে বৈঠকটি বাতিল হয়। এতে বিরক্ত হয়ে লুলা বলেন, 'রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি আলোচনায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে অনাগ্রহী মনে হয়েছে।'

গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরু হয়। এরপর লুলা দা সিলভা কয়েকবার বলেছেন, এই যুদ্ধের জন্য শুধু রাশিয়াকে দায়ী করলে চলবে না। এর পেছনে ইউক্রেনেরও দায় রয়েছে।

যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্ররা রাশিয়ার ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। বিপরীতে ইউক্রেনকে অর্থ ও অস্ত্রসহায়তা দিয়েছে। এসবের কোনোটিই সমর্থন করেননি প্রেসিডেন্ট লুলা। তাই অনেকের অভিযোগ, ইউক্রেন যুদ্ধে লুলার ব্রাজিল রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল।

পতেঙ্গায় বঙ্গোপসাগরে নোঙর করা লাইটার জাহাজে আগুন, আহত ৩ জন

চট্টগ্রাম ঃ বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়, সাগরে অবস্থান করা মহুরি২ নামে একটি লাইটার জাহাজে আগুন লাগলে তিন শ্রমিক দগ্ধ হন। শুক্রবার রাত ১১টার দিকে হালিশহরের পশ্চিমে, পতেঙ্গায় (খেজুরতলা এলাকা) বঙ্গোপসাগরে নোঙর করা জাহাজটিতে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটার পর আগুন লেগে যায়। জাহাজে পাঁচজন কর্মী ছিলেন। এদের মধ্যে তিনজন গুরুতর আহত হন। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। জাহাজে আগুন লাগার খবর প্রথমে ফায়ার সার্ভিসের দু'টি গাড়ি পতেঙ্গায় সাগর পাড়ে যায়। জাহাজটি সাগরের মাঝখানে থাকায় এই দমকল ইউনিট কোন সাহায্য করতে পারেনি। পরে, চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্ধারকারী জাহাজ কান্ডারি৮ আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। এর মধ্যে, জাহাজের বেশিরভাগ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শুক্রবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কর্ণফুলী ইপিজেড (কেইপিজেড) ফায়ার স্টেশনের ফায়ার ফাইটার মো. নাহিদ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে রাত ১১টা ২০ মিনিটে আমাদের দু'টি ইউনিট স্টেশন থেকে বের হয়। জাহাজটি সাগরের মাঝখানে ছিলো তাই আমাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে সেখানে যেতে দেরি হয়ে যায়। ইপিজেড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল করিম বলেন, জাহাজে আগুন লাগার ফলে আহত তিনজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিজয়ের জন্য জাতীয়তাবাদী সমর্থনের দিকে তাকিয়ে আছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা

তুরস্ক ঃ তুরস্কের প্রেসিডেন্ট পদে ফিরতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে রবিবার। দেশটির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রেজেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান ও তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কামাল কিলিচদারগলু উভয়েই, সেই সব ভোটারদের দিকে তাকিয়ে আছেন, যারা বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী দলকে সমর্থন করে। ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট পার্টি (এমএইচপি), গুড পার্টি (আইওয়াইআইপি), ভিক্ট্রি পার্টি (জেডপি) ও গ্রেট ইউনিটি পার্টি (বিবিপি) এর মতো জাতীয়তাবাদী দলগুলো ১৪ মে অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনে ২৩ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে। বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে, এই ভোট, তুরস্কের জাতীয়তাবাদীদের 'নির্বাচনে বিজয়ী' বলে তুলে ধরেছে।

ইস্তাম্বুলের ইলদিজ টেকনিকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সদস্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইসমেত আকা ভিওএকে বলেন, নিজেদের জাতীয়তাবাদী হিসেবে পরিচয় দেয়া রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা ব্যাপক সংখ্যক ভোট পেয়েছেন যা আগে কেউ ভাবতেই পারেনি।

ডিজিটাল গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান মিডিয়াস্কোপের প্রবীণ সাংবাদিক ও ধারাভাষ্যকার কামাল কান জাতীয়তাবাদী ভোটের এই বৃদ্ধিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। তবে, জাতীয়তাবাদী দলগুলো দর কষাকষির ক্ষমতা অর্জন করেছে বলে মনে করেন তিনি।

ভিওএকে কান বলেন, নির্বাচনের এই ফলে আমরা বলতে পারি, ভোটের সংখ্যার চেয়ে জাতীয়তাবাদের দৃশ্যমানতা ও দর কষাকষির ক্ষমতা বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪ মে'র নির্বাচনে তৃতীয় স্থান লাভ করা, জাতীয়তাবাদী এটিএ জোটের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সিনান ওগান সোমবার এরদোয়ানের প্রতি তার সমর্থন ঘোষণা করেন। এরদোয়ান প্রথম পর্বে ৪৯.৫২ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন।

ওগান জোর দিয়ে বলেন, তার প্রার্থীতা তুরস্কের জাতীয়তাবাদীদের এই নির্বাচনে মূল শক্তি হিসেবে সামনে এনেছে। এরদোয়ানকে কেন সমর্থন করছেন তারও ব্যাখ্যা দেন তিনি। বলেন, যেহেতু শাসন ক্ষমতায় থাকা জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একেপি) এবং পিপল'স অ্যালায়েন্স সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই তিনি এরদোয়ানকে সমর্থন করছেন। যদিও প্রথম পর্বে ওগান ৫.২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন, কামাল কান মনে করছেন যে, ওগান সামগ্রিকভাবে তার সব সমর্থকদের এরদোয়ানের পক্ষে পরিচালিত করতে পারবেন না। কান ভিওএকে বলেন, ওগানকে একদল ভোটারের সামনে প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিলো এবং তার প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। .কান আরো বলেন,তিনি ঐ ভোটগুলো সংগ্রহ করতে পারেননি এগুলো তার নিজের ভোট নয়। এগুলো একটি জোট ও প্রতিক্রিয়াশীলদের ভোট।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

পাকিস্তানে ৩৩ ইমরান খান সমর্থক বিক্ষোভকারীকে বিচারের জন্য সামরিক আদালতে হস্তান্তর

ইসলামাবাদ ঃ পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহ শুক্রবার বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ৩৩ জন সমর্থককে সামরিক আদালতে বিচারের জন্য, সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর স্থাপনায় হামলার অভিযোগে তাদের সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হলো। গত ৯ মে মাসে ইমরান খান গ্রেপ্তার হলে, পাকিস্তান জুড়ে সহিংস বিক্ষোভ শুরু হয়।তখন আটক করা কয়েক হাজার বিক্ষোভকারীর সঙ্গে আটক হন অভিযুক্ত এই ৩৩ জন। সানাউল্লাহর মতে, যাদের সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে স্পর্শকাতর সামরিক স্থাপনায় অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং ভাংচুরের অভিযোগ রয়েছে। ইমরান খান গ্রেপ্তার হন দুর্নীতির অভিযোগে। তবে তিনি অভিযোগগুলো অস্বীকার করেছেন। পরে জামিনে মুক্তি পান তিনি। আর, দেশের ক্ষমতাধর জেনারেলদের সাথে তার দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। পাকিস্তান গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হওয়ায়, দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা খারাপের দিকে যায়। মুদ্রাস্ফীতি রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি রুগ্ন। আর, শঙ্কা রয়েছে যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল তাদের, এমনিতে বিলম্বিত অর্থ, ছাড় না করলে, দেশটি বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয়ে যেতে পারে। ইসলামাবাদে এক সংবাদ সম্মেলনের সানাউল্লাহ বলেন, যারা অনুপ্রবেশ করেছে এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রতিরক্ষা স্থাপনায় প্রবেশ করেছে, সেই অভিযুক্তদেরকেই সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। অধিকার গোষ্ঠীগুলো বেসামরিক নাগরিকদের সামরিক বিচারের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে, বাইরের মানুষ ও গণমাধ্যমের জন্য বন্ধ, এমন আদালতে তারা ন্যায় বিচার পাবে বলে নিশ্চিত হতে পারছে না। সানাউল্লাহ বলেন, সামরিক আদালতের রায়ের পর অভিযুক্তদের হাইকোর্ট এবং তারপর সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার অধিকার থাকবে।

হামলা কুড়মিরা জঙ্গি আন্দোলন করে সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করতে চাইছেন

অভিষেকের কনভয়ে 'হামলা' ঃ অভিযোগের তীর কুড়মিদের দিকে

পায়েল সামন্ত

কলকাতা ঃ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলার দায়ে অভিযুক্ত করা হচ্ছে কুড়মি আন্দোলনকারীদের। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করছেন তারা।

রেল থেকে সড়কপথ অবরোধ এবং রাজনৈতিক নেতাদের ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নিয়েছে তারা। সব দলের নেতাদেরই পথ আটকানো হচ্ছে 'ঘাগরা ঘেরা' কর্মসূচিতে। মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, তৃণমূল বিধায়ক জুন মালিয়া, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রবীণ সিপিএম নেতা বিমান বসুকেও পড়তে হয়েছে ঘেরাওয়ের মুখে।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঘেরাওয়ের মুখে পড়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় 'নবজোয়ার' কর্মসূচিতে তিনি ঝাড়গ্রামের শালবনী যাওয়ার পথে একই কর্মসূচি নেয় কুড়মিরা। কিন্তু গড়শালবনী এলাকায় এই অবরোধ সহিংসতায় রূপ নেয়। অভিযোগ, লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায় আন্দোলনকারীরা। ছোঁড়া হয় ইটপাটকেল। এসময় ভেঙে যায় কনভয়ে থাকা মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার গাড়ির কাচ। এই ঘটনার পর সরাসরি কুড়মি নেতৃত্বকে হুঁশিয়ারি দেন অভিষেক। তিনি বলেন, ''এই ঘটনার পিছনে বিজেপি রয়েছে, আর কারা রয়েছে আমরা জানি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কুড়মি নেতৃত্বকে জানাতে হবে কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। কারা জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়েছে।'' কুড়মিরা 'জয় গরাম' স্লোগান দিয়ে থাকে। গন্ডগোলের সময় অবরোধকারীদের হলুদ পতাকা নিয়ে ঘটনাস্থলে দেখা গিয়েছে সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত খবরে। ঘটনার পর সংবাদ সম্মেলন করেছেন কুড়মির নেতারা। শনিবার ঘাগরা ঘেরাও কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের কর্মীরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের শাস্তি দেওয়া হোক। প্রয়োজনে বিচারবিভাগীয় বা সিবিআই তদন্ত হতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ঘটনার রাত থেকেই জঙ্গলমহলে ধরপাকড় শুরু করেছে পুলিশ। তিন কুড়মি নেতাসহ সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। যদিও পরিবারের দাবি, ধৃতরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন। তারা পুলিশি জুলুমেরও অভিযোগ তুলেছেন।

অভিষেকের অভিযোগের জেরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ''ভাগাভাগির রাজনীতি করতে গিয়ে তৃণমূল বিপাকে পড়েছে। কুড়মি, মতুয়া, গোর্খা, রাজবংশী, আদিবাসী সবাই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কেন? এর ফল ওরা বুঝতে পারবে ভোটে।''

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''একটা হামলার জেরে কুড়মিদের দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে দুই হাজার পুলিশ ছিল। তারা এই ঘটনা আটকাতে পারেনি কেন?''

কনভয় হামলার পরের দিনই জঙ্গলমহলে পৌঁছে গিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মন্তব্য, ''বিজেপি চাইছে এখানে জাতিগুলির মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে। এটা জঙ্গলমহল অশান্ত করার চক্রান্ত। এরপর এখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করবে।'' যদিও পর্যবেক্ষক অমল মুখোপাধ্যায় শুক্রবারের ঘটনাকে 'চক্রান্ত' বলতে চাইছেন না। তার বক্তব্য, ''ঘটনাস্থলে কোনো বিজেপি নেতা বা সদস্য ছিলেন না। তাই এটাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলতে হচ্ছে। রাজ্য কুড়মিদের দাবি মেনে প্রস্তাব কেন্দ্রকে পাঠায়নি। তাই এই আন্দোলন।'' জঙ্গলমহলের বৃহৎ জনগোষ্ঠী হিসেবে কুড়মিদের পরিচয়। এই এলাকায় ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছিল বিজেপি। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কিছুটা জমি ফিরে পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কুড়মিদের আন্দোলন পঞ্চায়েত ভোটের আগে চিন্তায় রেখেছে শাসক দলকে।

কুড়মি নেতৃত্বের একাংশের অভিযোগ, রাজ্য সরকার জনজাতি বিষয়ক প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পাঠাচ্ছে না। এর ফলে তাদের স্বীকৃতি লাভের পথে বাধা তৈরি হচ্ছে। আবার অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী কুড়মিদের জনজাতি স্বীকৃতি দেয়ার বিরোধী। সাঁওতাল সংগঠনের সদস্যরা ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে গিয়ে এর বিরোধিতায় দরবার করে এসেছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''কুড়মিরা শুধু সংখ্যায় বেশি নন, তাদের মধ্যে শিক্ষার হার বেশি। তাদের জনজাতি স্বীকৃতি দিলে অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে প্রতিযোগিতা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। উভয় চাপে সরকারের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন। কুড়মিরা জঙ্গি আন্দোলন করে সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করতে চাইছেন।''

উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দাবিতে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ আদিবাসীদের,দাবি না মানা হলে দেশের রাষ্ট্রপতিকে চিঠি

মালদা ঃ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়া হবে গ্রাম থেকে প্রায় তিন কিমি দূরে।স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে তাদের যেতে হবে ওই তিন কিমি পথ পাড়ি দিয়ে।বিশেষ সূত্র থেকে এই খবর জানতে পেরে ক্ষোভে ফুসছে চাঁচল ১ নং ব্লকের মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত পানপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা। স্বাস্থ্য পরিষেবার দিক থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ।এলাকায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ার দাবিতে এবার পথে নামলেন পানপাড়ার বাসিন্দারা।বৃহস্পতিবার গ্রামের বধূরা সহ সকলেই আগুন জ্বালিয়ে গ্রামীণ সড়কে বিক্ষোভ ও অবরোধ করেন।ধামসা মাদল সহ কাঁধে তীর ধনুক নিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বাসিন্দারা।অবরোধে আটকে পড়েন স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সাকির মোহাম্মদ।তিনিও বিক্ষোভ সামিল হন।

এদিনেল ওই বিক্ষোভ বাসিন্দারা পরিবারের সকলকে নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন।ওই বিক্ষোভের জেরে রাস্তায় আটকে পড়েন বহু মানুষ ও যানবাহন।তাদের দাবি,পানপাড়া গ্রামেই সরকারি ওই উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি গড়ে তুলতে হবে।অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যাবেনা।পানপাড়ায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়া না হলে ভোট বয়কটের হুমকি দিয়েছেন বাসিন্দারা।তাদের দাবির কথা দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত ভাবে চিঠি দিয়ে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন।

গ্রামের প্রসূতি ও শিশুদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অনেকটা দূর পেরিয়ে পরিষেবা নিতে চাঁচলে আসতে হয়।গ্রামের বেশিরভাগই মানুষ দিন আনে দিন খাওয়া।সকলের পক্ষে গাড়ি ভাড়া কর দূরে গিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা নেওয়া প্রায় অসম্ভব।পাশাপাশি ভাঙাচোড়া রাস্তায় বারে বারে টোটোয় চেপে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে চরম সমস্যায় পড়বেন প্রসূতিরা বলে দাবি করছেন।গ্রামে ওই উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হলে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া অনেকটা সহজ হবে।

পানপাড়ার বাসিন্দা তথা বিক্ষোভকারী বাবু আলমাডরা বলেন,এক বছর আগে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা গ্রামে জায়গা দেখে যান।তারপর এখন শুনছি সেই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি অন্য এলাকায় গড়া হচ্ছে।বিক্ষোভকারী শ্যামলাল সোরেন বলেন,আমাদের দাবি না মানা হলে গণস্বাক্ষর করে দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করব।গ্রামের বধূ তালু সোরেন জানিয়েছেন,পানপাড়ায় শতাধিক পরিবার।সকলেই দিনমজুরী করে সংসার চালায়।গাড়ি ভাড়া করে দূরে গিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা নেওয়া দুস্কর হয়ে পড়বে।

ওয়েলকাম গেটে রাজ আমলের ঐতিহ্যের কোনো ছোঁয়া না থাকায় পথ অবরোধে নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা

কোচবিহার ঃকোচবিহার শহরকে হেরিটেজ ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সেই উপলক্ষে কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি চৌপতিতে তৈরি হচ্ছে ওয়েলকাম গেট। সেই ওয়েলকাম গেটে রাজ আমলের ঐতিহ্যের কোনো ছোঁয়া নেই। মূলত এই অভিযোগ তুলে আজ খাগড়া বাড়ি চৌপতিতে পথ অবরোধ করে কোচবিহার নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। তাদের দাবি রাজার শহর কোচবিহার,সেই কোচবিহার শহর হেরিটেজ ঘোষণার পর এই ওয়েলকাম গেট তৈরি করা হচ্ছে কিন্তু সেখানে রাজ আমলের স্থাপত্যের কোন নিদর্শন নেই। এই অভিযোগ তুলে আজ সেই ওয়েলকাম গেট তৈরির কাজ বন্ধ করে দেয় তারা।প্রায় ১৫ মিনিট ধরে পথ অবরোধের পর পুলিশের আশ্বাসে তারা অবরোধ তুলে নেয়।

ভুয়ো কাগজ তৈরি করে জমি বিক্রি করার অভিযোগে দুই জমি মাফিয়াকে গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ ভুয়ো কাগজ তৈরি করে জমি বিক্রি করার অভিযোগে দুইজন জমি মাফিয়াকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের নাম নুর আলী এবং মেহবুব আলম। দুজনেই সম্পর্কে বাবা ও ছেলে।দীর্ঘদিন ধরেই জমির নকল কাগজ বানিয়ে একই জমি বহুবার বিক্রি করে আসছিল এই বাবা এবং ছেলে। এর আগেও গ্রেফতার হয়েছিল এই দুজন। বেশ কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির বাবু পাড়ার বাসিন্দা, মৃত্যুঞ্জয় মিত্র সহ অনেকেই এই দুজনের বিরুদ্ধে জমি দশ তসরুপের মামলা করে। এরপর গত ১১ ই মে মহেশ আগারওয়াল নামে আরো এক ব্যক্তি এই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই জমি বিক্রি করার অভিযোগ করে নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ফুলবাড়ীর কামরাঙ্গা গুড়ি থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত দুজনকেই জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

শিলিগুড়ি ঃ আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। বিশ্বের বিভিন্ন জাদুঘরে আজ সাড়ম্বরে পালন করা হচ্ছে জাদুঘর দিবস। কোথাও প্রর্দশনীরর মাধ্যমে আবার কোথাও বা আনুষ্ঠানিক ভাবে। তবে উত্তরবঙ্গেও রয়েছে বহু জাদুঘর আর তার মধ্যে অন্যতম হলো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ী মিউজিয়াম।এটি তৈরি হয়েছিল ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এর প্রথম সচিব ছিলেন প্রণব কুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক এবং উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রবীণ মানুষ ছিলেন তিনি। এরপর ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে খোলা হয় জাদুঘরটি, তবে শুধুমাত্র তাদের জন্য খোলা হয়েছিল যারা ঐতিহাসিক গবেষণায় আগ্রহী ছিলেন। তারপর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দ্বারা উদ্বোধন করা নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হওয়ার পর ২০০৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বর এটি সকলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। আজ আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর ডালিয়া ভট্টাচার্য বলেন বহু পুরোনো এই মিউজিয়াম আর এই মিউজিয়ামে প্রতিদিন বহু প্রান্ত থেকে বহু ছাত্র ছাত্রী সহ আরও বিভিন্ন মানুষ আসে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ওম প্রকাশ মিশ্র আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান।

হ্যান্ড ওয়াশ বিক্রির অজুহাতে ঘরে ঢুকে লুট, মেয়ের বোঝার কারণে লাখ টাকার গয়না রক্ষা

জলপাইগুড়ি ঃ পুরুষ হীন বাড়ি থেকে হ্যান্ড ওয়াশ বিক্রির আছিলায় সোনা নিয়ে চম্পট দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য কালীরহাটে। সকাল ১০:৩০ নাগাদ এই ঘটনা ঘটে বলে সূত্রের খবর। অফিস টাইম সকলেই বেরিয়ে পড়েছেন নিজ নিজ কাজে। এই সময়কে কাজে লাগিয়েছেন একটি বাইকে থাকা দুই দুস্কৃতী বলে অভিযোগ।এর পরেই বাড়িতে থাকা মহিলাদের হ্যান্ড ওয়াশ বিক্রির নাম করে ধীরে ধীরে নানান কথার জালে ফেলেন ওই দুই ব্যক্তি। পরে বিভিন্ন আসবাবপত্র পরিষ্কার করতে করতে সোনা ও রুপোর অলংকার পরিষ্কার করার কথা বলে। সেই সুযোগেই ওই দুই ব্যক্তি সোনা নিয়েই চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে। যদিও বাড়িতে থাকা গৃহবধূ এবং ওনার মেয়ে দুস্কৃতীদের ছল বুঝতে পারে। অভিযোগ সে সময়ই কামড়ে মুড়িয়ে নেওয়া সোনা নিয়ে বাইকে করে পালানোর চেষ্টা করলে বাইকের পেছনে বসা একজনের হাতে থাকা ব্যাগ টেনে হিচড়ে নামিয়ে নেন বাড়ির মেয়ে। এদিকে ঘটনাস্থল থেকে চিৎকার চেঁচামেচিতে লোকজন জমায়েত করে রাস্তায়। এরপরেই পাশেই থাকা বাজারে আটকানোর চেষ্টা করে হাই স্পিড বাইকে থাকা ওই দুই দুস্কৃতী। যদিও নিমেষের মধ্যে বাইক নিয়ে চম্পট দেয় ওই দুস্কৃতীরা এমনই অভিযোগ। ঘটনার পরেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকা জুড়ে। যদিও ঘটনার খবর দেওয়া হয় ধূপগুড়ি থানার পুলিশকে তবে এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে এলাকাবাসীদের অভিযোগ তাদের অনেকের বাড়িতেও ওই হিন্দিভাসি দুই ব্যক্তি যান কিন্তু তারা কর্ণপাত করেনি তাদের কথায়। তবে বর্তমান সময়ে খবর এবং সোশ্যাল মিডিয়া মারফত নানান দৃশ্য সামনে আসার পরও কি করে এদিনের ঘটনা সামনে এল তা নিয়ে চিন্তায় এলাকাবাসীরা।

অবরোধ, পি এইচ ই দপ্তর গাড়ী করে পাঠালো জল

জলপাইগুড়ি। পানীয় জলের দাবীতে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনীর পুরাতন বাজার এলাকায় গত সোমবার প্রায় চার ঘণ্টা পথ অবরোধ করেছিলো এলাকাবাসি।অবশেষে ব্রেহস্পতিবার এলাকায় গাড়ী করে পানীয় জল সরবরাহ করা শুরু করলো পি এইচ ই দপ্তর।স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আয়ুব সহ অন্যান্য আরো বাসিন্দারা জানান, আমরা পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধ করেছিলাম, আজ গাড়িতে করে পি এইচ ই দপ্তর জল দিয়ে গেছে। তবে জলের কল গুলো খুব শীঘ্রই ঠিক করে জল সরবরাহ ফলে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান হতে পারে।

হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল একজন, ক্ষতিগ্রস্ত ঘর ও দোকান ঘর, আতঙ্কিত বাসিন্দারা

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে বুনো হাতির তাণ্ডব । বুনো হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল একজন, কোথাও আবার বুনো হাতি আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর ও দোকান ঘর । আতঙ্কিত বাসিন্দারা । আলিপুরদুয়ার জেলার দলসিংপাড়া গোপালবাহাদুর বস্তি এলাকায় বুনো হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক ব্যাক্তির । গতকাল রাত নয়টা নাগাদ গোপালবাহাদুর বস্তিতে বক্সা জঙ্গল থেকে বুনো হাতি প্রবেশ করে। হাতি এলাকার বাসিন্দাদের সুপারি বাগান নষ্ট করতে থাকে । ঐ সময় এলাকার বাসিন্দা শ্যাম বাহাদুর সার্কি ঘর থেকে বের হলে হাতি তার উপর আক্রমণ চালায় এই ঘটনায় শ্যাম বাহাদুর মারাত্মক ভাবে জখম হয় । বাসিন্দারা ও বনকর্মীরা তাকে প্রথমে লতাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায় সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয় । এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এলাকার বাসিন্দারা জানান প্রায় প্রতিনিয়ত গ্রামে হাতি হানা দিচ্ছে ।

ওপর দিকে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত মধু চা বাগানের তিনটি শ্রমিকের ঘর। স্থানীয় সূত্রে খবর, 'বুধবার গভীর রাতে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল থেকে একটি হাতি বাগানে প্রবেশ করে। এরপর সে মধু বাগানের আপার লাইন এলাকার তিনটি বাড়িতে হানা দেয়। এতে তিনটি বাড়ি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঘরে থাকা রেশন সামগ্রীও সাবার করে নেয় হাতিটি। এ ঘটনায় আতংকে রয়েছে বাগানের শ্রমিকরা।

জলপাইগুড়ি শহরে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে পুলিশের সঙ্গে পথে নামলো ব্যাবসায়ী সমিতি

জলপাইগুড়ি । বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির শহরের ডি বি সি রোডের ফুটপাত দখলমুক্ত করার অভিযানে নামে কোতোয়ালি থানার পুলিশ, উল্লেখ্য, শহরের বিভিন্ন পথে বহু অর্থ খরচ করে ফুটপাত তৈরী করা হলেও এক শ্রেণির ব্যাবসায়ীদের অসহযোগিতার কারণে এত দিন সেই ফুটপাত ব্যাবহার করতে বেগ পেতে হচ্ছিলো পথচারীদের। এদিন ডিবিসি রোড ব্যাবসায়ী সমিতির সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে সেই ফুটপাত দখলমুক্ত করার অভিযানে নামে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। এদিনের অভিযানে অবৈধ ভাবে পার্কিং করা অভিযোগে একটি বাইক ও আটক করে পুলিশ। এই প্রসঙ্গে ডি বি সি রোড ব্যাবসায়ী সমিতির সভাপতি বিকাশ দাস জানান, কিছু ব্যাবসায়ী ফুটপাত দখল করে ব্যাবসা করে আসছিলো, এর ফলে সাধারণ মানুষের আসা যাওয়ায় সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিলো, আর সাধারন মানুষের সমস্যা হলে আখেরে ব্যাবসায়ীরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে,।

পাড় মালঙ্গী এলাকায় স্থায়ী শ্মশান তৈরি হতে চলেছে

আলিপুরদুয়ার ঃ আবশেষে কালচিনি ব্লকের মালঙ্গী ও সাঁতালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ হতে চলেছে । পাড় মালঙ্গী এলাকায় হতে চলেছে স্থায়ী শ্মশান ঘাট । হাসিমারা তোর্ষা সেতু এলাকায় এতদিন অস্থায়ী শ্মশান ঘাট ছিল কিন্তু কোনো শেড এবং চুল্লি কিছু না থাকায় সৎকার করতে আসা মানুষদের এতদিন খুবই সমস্যা হত বিশেষত বর্ষা কালে তো সমস্যার অন্ত থাকতো না। বিধানসভা ভোটের পূর্বে হাসিমারা তোর্ষা শ্মশান কালি মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি ঐ সময় মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে তার কাছে আবেদন করা হয় এলাকায় স্থায়ী শ্মশান ঘাট নির্মাণের জন্য।ঐ সময় অভিষেক ব্যানার্জি বিষয়টা দেখার আশ্বাস দেন।বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের ইঞ্জিনিয়ার ও ব্লক ভূমি দফতরের আধিকারিকেরা হাসিমারা তোর্ষা শ্মশান কালি মন্দিরের অদূরে পাড় মালঙ্গী এলাকায় প্রস্তাবিত শ্মশান ঘাটের জমি পরিদর্শন করতে আসে। এই এলাকায় তৈরি হবে শ্মশান ঘাট উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের থেকে । এই বিষয়ে মন্দির কমিটির সদস্যরা জানান এলাকায় স্থায়ী শ্মশান ঘাট তৈরি হলে এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের সমস্যা দূর হবে।

তৃতীয় দিনেও অব্যাহত বিধানমার্কেট ব্যবসায়ীদের অবস্থান বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি দোকান ঘরের মালিকানার দাবিতে তৃতীয় দিনেও অব্যাহত ব্যবসায়ীদের অবস্থান বিক্ষোভ।শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের অটো স্ট্যান্ডের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছে ব্যবসায়ীরা।দোকানের মালিকানার দাবিতে লাগাতার তিনদিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছে বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা।বৃহস্পতিবার,তৃতীয় দিনের বিক্ষোভে সামিল হয় হকার্স কর্নার,গেট বাজার সহ শিলিগুড়ির অন্যান্য মার্কেটের ব্যবসায়ীরাও। ফলে,আরও জোড়ালো হচ্ছে ব্যবসায়ীদের দাবি। আগামীকাল শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠক করবেন ব্যবসায়ীরা। তবে তাদের দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা বলে জানিয়েছেন।

'দ্য কেরালা স্টোরি'এর মতো বাংলার সত্যও মানুষের সামনে আসা উচিত ঃশঙ্কর ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ বিজেপি নেতা এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেছেন যে 'দ্য কেরালা স্টোরি'এর মতো বাংলার সত্যও মানুষের সামনে আসা উচিত। তিনি বলেন, দেশের ইতিহাসকে কারচুপি করা হয়েছে।ভারতের ইতিহাস লেখা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট চিন্তাকে সামনে রেখে। এমন অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা আছে যা আজ পর্যন্ত মানুষের কাছে প্রকাশ পায়নি। শঙ্কর ঘোষ বলেন, দেশের প্রকৃত ইতিহাস মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে।'দ্য কেরালা স্টোরি'এর মতো 'বাঙ্গাল স্টোরি' নামে একটি ছবি নির্মাণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই সব এখনও হাওয়ায় আছে কিন্তু দেশবাসীর সত্য জানার অধিকার রয়েছে। কর্ণাটক নির্বাচনের পর কংগ্রেসের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোভাবের পরিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি উত্তরবঙ্গে আটটি আসনে জিতবে বলেও দাবি করেন তিনি। পাহাড়ের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পাহাড়ের দলীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা হবে। শিক্ষক কেলেঙ্কারির বিষয়ে, বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, দুর্নীতি এবং সরকার যেভাবে পরীক্ষা পরিচালনা করেছিল, উভয়ই ভুল ছিল। চাকরি ছিনতাইকারীরা পরাজিত হয়েছে, যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি দেওয়া উচিত।

জল নিকাশের জন্য পঞ্চায়েত থেকে বসানো হিউম পাইপ তুলে ফেলে দিয়ে ড্রেন বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ

মালদা ঃজল নিকাশের জন্য পঞ্চায়েত থেকে বসানো হিউম পাইপ তুলে ফেলে দিয়ে ড্রেন বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগে ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা।খবর পেয়ে ওই ব্যবসায়ী ঘটনাস্থলে গেলে তাকেও ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা।ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকাল ১০টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলসীহাটা নয়াটোলা সরকার পাড়ায়।অভিযোগ,স্থানীয় ব্যবসায়ী চন্দন সাহার বিরুদ্ধে। স্থানীয়রা অভিযোগ তুলে বলেন,২০১৯ সালে তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তুলসীহাটা নয়াটোলাসরকার পাড়ায় খাস জমিতে জল নিকাশের জন্য হিউম পাইপগুলো বসানো হয়েছিল।চন্দন সাহা সেই হিউম পাইপগুলো তুলে ফেলে দিয়ে মাটি ভরাট করতে শুরু করেছে।স্থানীয়রা বাধা দিতে গেলে পঞ্চায়েতের অর্ডার কপি দেখাচ্ছেন চন্দন সাহা।অথচ স্থানীয়রা দীর্ঘদিন ধরে জেনে আসছেন সেটি সরকারি খাস জমি।খাস জমিতে থাকা ড্রেন বন্ধ করার অনুমতি কি করে পাই বলে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।এই ড্রেন দিয়ে প্রায় হাজারটি পরিবারের জল নিকাশের একমাত্র উপায়।সেটি বন্ধ হয়ে গেলে এলাকার মানুষ চরম সমস্যায় পড়বেন। চন্দন সাহা জানান,দীর্ঘ পাঁচ বছর আগে স্থানীয় এক বাসিন্দার কাছ থেকে সে রায়তী ৯ কাঠা জমি কিনে নিয়েছেন।সেটি কোনো সরকারি খাস জমি না।তার নামে দলিল ও পর্চা রয়েছে।২০১৯ সালে তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে হিউম পাইপগুলো বসানো হয়েছিল।সেই সময় তিনি বাধা দিয়ে ছিলেন।বর্তমানে সেই জমিতে তিনি বাড়ি তুলবেন।তাই পঞ্চায়েতের অর্ডারে পাইপগুলো তুলে মাটি ভরাটের কাজ শুরু করেছেন।

বীরভূমে কয়লা পাচার রুখলো পুলিশ

বীরভূম (নিজস্ব প্রতিনিধি) - গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পারুলিয়া জঙ্গল থেকে অবৈধ কয়লাবোঝাই তেরোটি মোটরবাইক উদ্ধার করলো সদাইপুর থানার পুলিশ । পঁয়ষট্টি কুইন্টাল কয়লা উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে । যদিও পুলিশ দেখে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

হাসপাতাল থেকে উধাও জখম রোগী

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - শুক্রবার রাত্রি আটটা নাগাদ দুর্ঘটনায় জখম ডেউচা গ্রামের বাসিন্দা পরেশ বায়েন (৫২) সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হয় । শনিবার ভোর থেকে উধাও জখম পবন অভিযোগ পরিবারের । ছেলে পরেশ বায়েন বলে, রাতে বাবার সঙ্গে কথা হয়েছিল । থানায় অভিযোগ করলাম । পরিবারে কোনো অশান্তি ছিল না । বিদ্যাসাগর রানা বলেন, হাসপাতালে ভর্তি করার পর পরেশের বেডের পাশে ছিলাম । রাত আড়াইটা পর্যন্ত জেগেছিলাম তারপর চোখ লেগে যায় । উঠে দেখি পরেশ বেডে নেই । বাথরুম সহ আশেপাশে খুঁজে দেখি নেই । রোগী সহায়তাকেন্দ্রে মাইকিং করানো হয় । এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ।

অবিনাশপুরে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র গ্রেপ্তার এক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ শুক্রবার রাত্রি নয়টা নাগাদ সাহাপুর সেকমপুর অবিনাশপুর তেমাথা রাস্তার সংযোগস্থলে এক সন্দেহভাজন যুবককে মোটরবাইকসমেত আটক করে পাড়ুই থানার পুলিশ । তার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ । তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ । ধৃতের নাম শেখ আতাউল্লাহ ওরফে ফুলবাবু । শনিবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক ।

বিজেপির বিস্তারক প্রশিক্ষণ বর্গ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ শনিবার তারাপীঠে শুরু হলো দুইদিনের বিজেপির বিস্তারক প্রশিক্ষণ বর্গ । পতাকা উত্তোলন করে সূচনা করেন রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার । সকালে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেন বিজেপি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষজি,রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, সাংসদ জ্যোতিময় সিং মাহাতো । শুক্রবার রাতে কলেশ্বর শিবমন্দিরে পুজো দেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ।

লেভেল ক্রসিংএ তার ছিড়ে বিপত্তি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ শনিবার বিকালে সিউড়ি হাটজনবাজার লেভেল ক্রসিংএ তার ছিড়ে রেলগেট একটি চারচাকা গাড়ীর উপর পড়ে । বরাতজোড়ে প্রানে বাঁচে গাড়ীর আরোহী । গাড়ীর আরোহী শ্বাশত রায় বলেন, শ্বশুরবাড়ি তাপাইপুর থেকে ফিরছিলাম । গাড়ীর ইঞ্জিন পুরো শেষ হয়ে গিয়েছে । রেলকমীরা এসে মেরামতের কাজ শুরু করে ।

উন্নয়ন বাহিনীর গুরুদেব জেলের ভেতরে সিউড়িতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ শনিবার তারাপীঠে শুরু হলো দুইদিনের বিজেপির বিস্তারক প্রশিক্ষণ বর্গ । পতাকা উত্তোলন করে সূচনা করেন রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার । সকালে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেন বিজেপি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষজি,রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, সাংসদ জ্যোতিময় সিং মাহাতো । দুপুরে সিউড়ি জাতীয় সড়কের পাশে বিজেপি কার্যালয়ে আসেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, প্রথমপর্বে আমরা যে চব্বিশটা লোকসভাকেন্দ্রে হেরেছি তার অন্তর্গত বিধানসভাকেন্দ্রগুলোতে বিস্তারক করা হবে । মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কোথায় কি বলেন তার ঠিক নেই । পঞ্চায়েত ভোটের জন্য বোমা তৈরি হয়েছে সেটা উনি বলতে পারছেন না । পরীক্ষা দিয়ে তো আর কেউ চাকরি পাবে না । গোটা বীরভূম এখন বোমার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে । পঞ্চায়েত ভোট প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি বলেন, পঞ্চায়েত সুষ্ঠু হবে না আমরা সুষ্ঠু করবো । বাংলার জনগণ তৈরি আছে তৃণমূল ভোট লুঠ করতে এলে বাংলার জনগণ বাধা দেবে । যে দেবতা যে ফুলে সন্তুষ্ট হয় । উন্নয়ন বাহিনীর গুরুদেব এখন জেলের ভেতরে । সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপি নেতা অনুপম হাজরার পোস্ট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি ওর পোস্ট দেখি না,দেখলে পরে বলতে পারবো । শুক্রবার রাতে কলেশ্বর শিবমন্দিরে পুজো দেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

৬ মাস পরেই দিল্লি বদলাবে, ২০২৪এর আগেই পরিবর্তনের বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ঃ দিল্লিতে পরিবর্তনের ডাক দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শালবনীতে নবজোয়ার কর্মসূচির পর জনসভা থেকে তিনি আওয়াজ তোলেন, আর ৬ মাস পরেই দিল্লি বদলাবে। একটু কষ্ট সহ্য করুন। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিজেপি জিতবে না। মমতা বলেন, বিজেপি শুধু ইতিহাস বদল করছে। এভাবে বদলাতে বদলাতে নিজেরাই বদলে যাবে। বদল আসবেই। এবার কেন্দ্রের সরকারে বদল আসন্ন। বিজেপির সব ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটবে। তাই যত দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করুক শেষ রক্ষা হবে না। বিজেপির এবার হারবেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিজেপি এখন জাতি দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম না করে নিশানা করলেন বিজেপিকেই। তিনি বলেন, মণিপুরে ওরা যেমন জাতিদাঙ্গা লাগিয়েছে, তেমনই একটা দল বাংলাতেও দাঙ্গা লাগাতে চাইছে। তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। ভাইপোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী নীতি আযোগের বৈঠকে না গিয়ে বাংলার লক্ষ লক্ষ যুবকের ভবিষ্যতের ক্ষতি করছেন সুকান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোজাসাপ্টা হুঁশিয়ারি, এইসব কাজ করে বাংলাকে শেষ করতে পারবেন না। তৃণমূলকেও হারাতে পারবেন না। তৃণমূল রয়েই যাবে। আপনারাই শেষ হয়ে যাবেন। এভাবে জাতি দাঙ্গা লাগানো মানুষ বরদাস্ত করবেন না। ভোটবাক্সে তার প্রমাণ পেয়ে যাবেন আপনারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মণিপুরে এক শতাধিক লোকের মৃত্যু হয়েছে। তারপরও ওরা যায়নি। কেন যায়নি? সেই প্রশ্ন তুলে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর উত্তরে তিনি বলেন, ওরা মণিপুরে জাতি দাঙ্গা বাধিয়েছে। এবার ওরা বাংলাতেও জাতি দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছে। লোকসভায় একেবারে ঢাকিসহ বিসর্জন তৃণমূলকে, পঞ্চায়েতে তারই প্রস্তুতির বার্তা শুভেন্দুর রাজবংশী-কামতাপুরি দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল বিজেপি। এখানে আবার কুর্মি আর আদিবাসী লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। কুর্মি ও আদিবাসী রক্তারক্তি হবে আর ওরা ফায়দা তুলবে মাঝখান থেকে, এই তো ওদের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, একটা দল গন্ডগোল করার জন্য অনেক টাকা দিয়েছে। তারা গন্ডগোল বাধাতে চায়। রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে তারা গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছে। মমতা বলেন, আর বেশিদিন নয়, ৬ মাস অপেক্ষা করুন। তারপর ওরা থাকবে না। সিপিএমকে সপ্তাহে একবার করে পেটাই দেওয়া উচিত! বদলার রাজনীতি ছেড়েও কেন একথা মমতার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি বিশ্বাস করি না কুর্মি ভাইয়েরা এসব করেছেন। কুর্মিদের আন্দোলনের আড়ালে এসব করছে বিজেপি। বিজেপিকে শিক্ষা দিতে হবে। আপনাদের হাতেই সেই অস্ত্র রয়েছে। ব্যালট বক্সে ওদের রিজেক্ট করুন। তাহলেই দেখবেন এইসব দাঙ্গাবাজি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিবর্তন আসন্ন কেন্দ্রে। ২০২৪ এলেই সেই প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

লোকসভায় একেবারে ঢাকিসহ বিসর্জন তৃণমূলকে, পঞ্চায়েতে তারই প্রস্তুতির বার্তা শুভেন্দুর

কলকাতাঃ বিজেপির ভূত দেখতে শুরু করেছে তৃণমূল। বিজেপিই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাক্তন করবে। আগামী বছর লোকসভা ভোটে একেবারে ঢাকিসহ বিসর্জন দেওয়া হবে তৃণমূলকে। পঞ্চায়েতে তারই প্রস্তুতি নেওয়া হবে বলে জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মালদহের সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারী একহাত নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, পিসির ভাইপোই হল তৃণমূলের একমাত্র পরিচয়। তাই বিজেপি ওঁকে শুধু শুধু আক্রমণ করতে যাবে কেন? আমরা মশা মেরে হাত গন্ধ করতে চাই না। শুভেন্দুর কথায়, পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলে মানুষ উল্টে দেবে। আর কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকলে তৃণমূল ভোট লুঠ করবে। আমাদের তাই তৈরি হতে হবে। পঞ্চায়েত এমন প্রতিরোধ গড়তে হবে, যেন তৃণমূল টের পেয়ে যায়। 'কুড়মি' কাঁটা খোকাবাবু সামলাতে পারছে না! দিদি শালবনিতে ব্যান্ডএইড লাগাতে গিয়েছেন অধীর শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আসন্ন পঞ্চায়েতে তৃণমূলকে বুঝিয়ে দিতে হবে, ওদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। লোকসভা নির্বাচনেই মানুষ একেবারে ঢাকিসহ বিসর্জন দেবে ওদের। এদিন শুভেন্দু অধিকারী ব্যাটিং চালান আদিবাসী ভোট করায়ত্ত করতে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে আদিবাসী তোপ দাগেন তিনি। সিপিএমকে সপ্তাহে একবার করে পেটাই দেওয়া উচিত! বদলার রাজনীতি ছেড়েও কেন একথা মমতার শুভেন্দুর কথায়, দ্রৌপদী মুর্মুকে হারানোর জন্য কোমর বেঁধেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তাঁর জনজাতিদের প্রতি ভালোবাসার কথা না বলাই ভালো। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী দ্রৌপদী মুর্মু ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ পদে বসেছেন। আর তাঁকে সেই সম্মান দিয়েছে বিজেপি। আদিবাসীদের সম্মান দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু দ্রৌপদী মুর্মুর কথাই নয়, বালুরঘাটে দলবদল করানোর জন্য তিনজন আদিবাসী যুবতীকে দণ্ডি কাটিয়েছে তৃণমূল। এসব কথা জনজাতিরা জানেন। তাঁরা ভোলেননি। তাই সময় এলেই মমতা বন্যোত পাধ্যায়ের সরকারকে জবাব দেবেন তাঁরা। আদিবাসীদের প্রতি মমতা বঙঃদ্যাপাধ্যায়ের দলের এই বঞ্চনা কথা তুলে ধরেন শুভেন্দু। বাংলায় কর্মসংস্থানের জোয়ার আসবে, জঙ্গলমহলে নতুন শিল্পস্থাপনের বার্তা দিলেন মমতা এরপরই তিনি চ্যালেঞ্জ দেন। বলেন, ১২ জুন হবিবপুরে আসছি। ক্ষমতা থাকলে আমাকে আটকে দেখাক। বিজেপির জমায়েত হবে ওইদিন। ১৫ দিনের সময় দিয়ে গেলাম। সেখানে অর্ধেকেরও বেশি জনজাতিরা থাকবেন। জুয়েল মুর্মু, খগেন মুর্মুর নেতৃত্বে আদিবাসীরা ভিড় করবেন। সেদিন দেখিয়ে দেব আমাদের শক্তি। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, আদিবাসীদের সঙ্গে কুর্মি সম্প্রদায়ের বিরোধ বাধাতে চাইছে বিজেপি। জাতি দাঙ্গা বাধানোই বিজেপির প্রধান লক্ষ্য। মণিপুরে জাতিদাঙ্গা বাধিয়েছে। সেকানে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তারপর বিজেপির আর দেখা নেই। এখন বাংলায় জাতিদাঙ্গা বাধাতে চাইছে বিজেপি।

উত্তরবঙ্গে বদলি করা হল কুড়মি নেতাশিক্ষক রাজেশ মাহাতোকে

কলকাতা ঃ পেশায় শিক্ষক রাজেশ মাহাতোকে বদলি করা হল কোচবিহারের স্কুলে।

গড়শালবনিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে কারা হামলা চালিয়েছে তা নিয়ে এখনও চাপানউতোর তুঙ্গে। এনিয়ে ধরপাকড়ও শুরু হয়েছে পুরোদমে। তবে সূত্রের খবর শুক্রবার সকালেই কুড়মি নেতা তথা শিক্ষক রাজেশ মাহাতোকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর রাতেই অভিষেকের কনভয় চলে যেতেই শুরু হয় ভাঙচুর। চলে ইট বৃষ্টি। তৃণমূলকে দেখে চোর চোর স্লোগান।

এদিকে ঘটনার পরেই যে কুড়মি নেতার নাম সামনে এনেছিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। তিনি আর কেউ নন রাজেশ মাহাতো। বীরবাহা জানিয়েছিলেন গাছের আড়ালে ছিলেন রাজেশ মাহাতো। আমি প্রশ্ন করেছিলাম কেন এভাবে ইঁট ছোঁড়া হল? তিনি বলেছিলেন আমি কী করে জানব? তবে সূত্রের খবর, সেই রাজেশ মাহাতোকেই শুক্রবার সকালেই বদলি করে দেওয়া হয়েছিল উত্তরবঙ্গে । খড়্গপুরের বানাপুরের একটা হাইস্কুলে ইংরেজি পড়ান রাজেশ। সেই রাজেশকেই বদলি করা হল কোচবিহারের চামটা আদর্শ হাই স্কুলে। সেই নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছিল আগামী ৫দিনের মধ্যে তাঁকে পুরানো স্কুল ছাড়তে হবে। তারপর তিনদিনের মধ্যে তাঁকে নতুন স্কুলে যোগ দিতে হবে। এমন নির্দেশ দেখে হতবাক অনেকেই। তবে কেন এই বদলি করা হয়েছিল তা নিয়ে অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। প্রশাসনিক গ্রাউন্ডে এটা করা হল নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ওই রাতেই অভিষেক বলেছিলেন, একজনকেও রেয়াত করা হবে না। এরপরই গ্রেফতার করা হয় চারজনকে। তারপরই আটক করা হয় রাজেশ মাহাতোকে। এদিকে ৪৮ ঘণ্টার সময় বেঁধে দিয়েছিলেন অভিষেক। তিনি জানিয়েছিলেন এই সময় সীমার মধ্যে স্পষ্টভাবে বলতে হবে। অন্যদিকে শনিবার তৃণমূল নেত্রী শালবনিতে জানিয়েছেন, কুড়মিদের নাম করে এই ঘটনা ঘটিয়েছে বিজেপি দল। কার্যত বিজেপির দিকে অভিযোগের তির ঘুরিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। তবে এবার কুড়মিদের অবস্থান কী হয় সেটাই দেখার। তাঁরা কি আর আঃেদালনের রাস্তায় থাকবেন নাকি আঃেদালন থেকে সরে আসবেন তা নিয়েও নানা চর্চা শুরু হয়েছে জঙ্গলমহলে। সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের আগে জঙ্গলমহলের রাজনীতিতে কুড়মি আঃেদালনকে ঘিরে কতটা অস্বস্তি বাড়তে শাসকদলের সেটাই দেখার।

বিজেপি প্ল্যান করে গুন্ডা ঢুকিয়েছে, বলল তৃণমূল, দিলীপ বললেন, উস্কানি দেওয়ার ফল

কলকাতা ঃ নবজোয়ার কর্মসূচিতে পুরুলিয়ার শিমুলিয়ায় অভিষেক কুড়মিদের উদ্দেশে বলেন,'আপনারা প্রয়োজন হলে যান দিলীপ ঘোষের বাড়ি ঘেরাও করুন। শপথ নিন, একটাও বিজেপি নেতাকে পুরুলিয়ায় প্রবেশ করতে দেব না। যা যা সমর্থন লাগবে আমি দেব।'

ঝাড়গ্রামে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে কুড়মিদের হালমার দায় বিজেপির দিকে তৃণমূল। তৃণমূল নেতা মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য টুইটে লিখেছেন, পরিকল্পনা করে মাথায় হলুদ ফেট্টি বেঁধে কনভয়ে হামলা চালিয়েছে বিজেপির দুষ্কৃতীরা। অন্য দিকে দিলীপ ঘোষ এই হামলার প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন. তাঁর বাড়িতে হামলার উস্কানি দিয়েছেন অভিষেক। তাঁর ফল তাঁকে ভুগতে হল। টুইটে দেবাংশু লিখেছেন, 'দিলীপ ঘোষ সেল্ফগোল করে ফেলার পর বিজেপির মেকআপ করা খুব দরকার ছিল। হলুদ ফেট্টি মাথায় বেঁধে বিজেপির গুন্ডাদের প্ল্যান করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কুর্মিদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারপর কোনও কুর্মি এই কাজ করবেন না'। অন্য দিকে বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন, ' এই রকম হিংসার রাজনীতি আমরা পছন্দ করি না। আমি ব্যক্তিগত ভাবেও এই ধরনের ঘটনা ঘটুক তা চাই না। কিন্তু বৃহস্পতিবারই তো অভিষেক আমার বাড়ি ঘেরাওয়ের জন্য কুড়মিদের বলেছিলেন। নিজে তাতে মদত দেওয়ার কথা বলেছিলেন। আজ তিনি নিজে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, উস্কানি দিলে কী পরিণতি হতে পারে।' প্রসঙ্গত, নবজোয়ার কর্মসূচিতে পুরুলিয়ার শিমুলিয়ায় অভিষেক কুড়মিদের উদ্দেশে বলেন,'আপনারা প্রয়োজন হলে যান দিলীপ ঘোষের বাড়ি ঘেরাও করুন। শপথ নিন, একটাও বিজেপি নেতাকে পুরুলিয়ায় প্রবেশ করতে দেব না। যা যা সমর্থন লাগবে আমি দেব। যেখানে বলবেন, সেই লড়াইয়ে কাঁধ মেলাতে যাব।' অভিষেকের এই বক্তব্যকে ইঙ্গিত করেছেন দিলীপ ঘোষ। বিজেপি নেতার এক মন্তব্যকে ঘিরে কুড়মি সমাজের একাংশের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত। নেতাদের বিরুদ্ধে কুকথা বলার অভিযোগ ওঠে দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। তাঁর খড়্গপুরের বাসভবন ঘেরাওয়ের হুমকি দেন কুড়মিরা। সেই মত ১৮ মে তাঁর বাড়ি ঢুকে ঘেরাও করে কুড়মিরা। তবে এই প্রথম নয় আগেও অভিষেকের কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখান কুড়মিরা।

সম্পাদকীয়

এর্দোয়ান নাকি কিলিচদারোলু, কে হবেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট?

নিজেদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রোববার আবারও ভোট দেবেন তুরস্কের নাগরিকেরা। দেশটির জনগণের ভোটে যিনি বিজয়ী হবেন, আগামী পাঁচ বছর তুরস্ককে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। প্রথম পর্বের ভোটে এগিয়ে থাকলেও নির্বাচিত হতে পারেননি তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়েপ এর্দোয়ান। তুরস্কের নির্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী প্রেসিডেন্টকে ৫০ শতাংশ সমর্থন পেতে হয়। গত ১৪ মে অনুষ্ঠিত হয় তুরস্কের প্রথম দফা নির্বাচন।সেই নির্বাচনে এর্দোয়ান পেয়েছিলেন ৪৯ দশমিক ৫২ শতাংশ ভোট। অল্পের জন্য ঝুলে যায় তার ভাগ্য। অন্যদিকে, এই নির্বাচনে এর্দোয়ানের প্রধান প্রতিপক্ষ কিলিচদারোলু পেয়েছিলেন ৪৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ ভোট। ফলে দেশটির নিয়ম অনুযায়ী রোববার ফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। ওই একই ভোটে তৃতীয় স্থান পেয়েছিলেন সিনান ওগান। তিনি পেয়েছিলেন পাঁচ দশমিক ২০ ভাগ ভোট। গত ২২ মে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দ্বিতীয় দফা

ভোটে এর্দোয়ানকে সমর্থন করার কথা জানিয়েছেন তিনি। প্রথম পর্বের ভোটের এর্দোয়ানের দল পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। ওগানের বক্তব্য, তার দল মনে করে, পার্লামেন্টে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, প্রেসিডেন্টও সেই দল থেকেই হওয়া উচিত। আর তাই এর্দোয়ানকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সিনান ওগান বলেন, ‘‘রাজনৈতিক মতানৈক্য থাকতে পারে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আর সে কারণেই আমি এরদোয়ানকে সমর্থন করছি।’’ তার যুক্তি, এর্দোয়ানের প্রধান প্রতিপক্ষ কিলিচদারোলু তেমনই এক বিরোধী জোটের প্রতিনিধিন যে জোটকে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। এই সমর্থনের কারণে এর্দোয়ানের জয়কে সময়ের অপেক্ষা হিসেবে দেখছেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা। তবে অনেকের দাবি, এটাই শেষ কথা নয়। ভোটের দিন দেশটির জনগণই সিদ্ধান্ত নেবেন, কার ওপর তারা আস্থা রাখতে চান। দেশটির ভোটাররা এমন একটা সময়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন, যার তিন মাস আগেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে গেছে দেশটি। প্রথম পর্বে বিভিন্ন জরিপে ধর্মনিরপেক্ষ রিপাবলিকান পিপলস পার্টির নেতা (সিএইচপি) কেমাল কিরিচদারোলুকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট এর্দোয়ানের থেকে সামান্য এগিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু নিজের রাজনৈতিক জীবনে প্রথমবারের মতো তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়লেও এসব জরিপকে ভুল প্রমাণ করেছেন এর্দোয়ান। এবার নানা হিসাবেই বেশ গুরুত্বপূর্ণ তুরস্ক নির্বাচন। শেষ পর্যন্ত যিনি জয়ী হবেন, তিনি শুধু ন্যাটোভুক্ত দেশটির সাড়ে কোটি মানুষের নেতৃত্বই দেবেন না, বরং গভীর খাদে পড়া অর্থনীতিকে টেনে তোলা হবে বড় চ্যালেঞ্জ। পরবর্তী নির্বচনের ওপর নির্ভর করবে দেশটির পররাষ্ট্র নীতি। তুরস্কের অর্থনীতিও এই নির্বাচনের একটি বড় ফ্যাক্টর। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, গত বছর মূল্যস্ফীতি ৮৫ শতাংশে পৌঁছেছে। গত এক দশকে ডলারের বিপরীতে দেশটির মুদ্রা লিরার মান তার মূল্যের এক দশমাংশে নেমে এসেছে। বিপরীতে, প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া এবং দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিলিচদারোলু। এর্দোয়ানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সমালোচনা হচ্ছে, তার সরকার ভিন্নমতকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন, তাদের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করছেন। এমনকি দেশের বিচার ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে রেখেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। যদিও এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে তার প্রশাসন।

ভারতের রাজদণ্ড ‘সেঙ্গোল’ কি ১৯৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক?

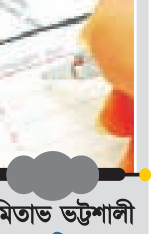

অমিতাভ ভট্টশালী
প্রাবন্ধিক

রবিবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশটির নতুন পার্লামেন্ট ভবন উদ্বোধন করার সময়ে সেখানে একটি রাজদণ্ড স্থাপন করবেন, যেটিকে ১৯৪৭ এর ১৪-১৫ অগাস্ট মধ্যরাতে ব্রিটিশদের থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক বলে সরকারীভাবে বলা হচ্ছে।

কিন্তু ঐতিহাসিকরা বলছেন, ওই ‘রাজদণ্ড’ বা সেঙ্গোল দিয়ে যে প্রতীকী ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছিল, তার কোনও প্রমাণই নেই।

বুধবার ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, ১৪ই অগাস্ট ১৯৪৭ এক ঐতিহাসিক ঘটনা হয়েছিল। তার ৭৫ বছর পরে আজ দেশের অনেকেই জানেন না ঘটনাটি। সেদিন ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক ছিল এই সেঙ্গোল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিষয়টা জানার পরে খোঁজ খবর করে নিশ্চিত হওয়া গেছে, তাই দেশের মানুষের সামনে সেটিকে রাখা হবে বলে জানান মি. শাহ।

তামিল পুরোহিতরা নেহরুর হাতে তুলে দেন সেঙ্গোল

প্রাচীন তামিল রাজবংশ চোলা শাসনকালে রাজার অভিষেকের সময়ে পুরোহিতরা একটি রাজদণ্ড বা 'সেঙ্গোল' তুলে দিতেন নতুন রাজার হাতে - যেটিকে সেই সময়ে সুশাসনের প্রতীক বলে মনে করা হত।

‘সেঙ্গোল’ সংক্রান্ত একটি সরকারী ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়েছে বুধবার।

সেখানে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৪ অগাস্ট রাত বারোটার সামান্য আগে তামিলনাডুর থিরুভাদুথুরাই আথিনাম মঠের প্রধান পুরোহিত প্রথমে সেঙ্গোল বা রাজদণ্ডটি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হাতে তুলে দেন, তার পরে আবার তা ফিরিয়ে নেন।

ওই সরকারী ওয়েবসাইটে লেখা হয়েছে তারপরে সেটিকে পবিত্র জল দিয়ে শোধন করে ১৪ই অগাস্ট ১১টা ৪৫ মিনিটে জওহরলাল নেহরুর হাতে তুলে দেন সেই পুরোহিত।

এই শক্তিশালী প্রতীকটি ১৯৪৭ সালের অগাস্টে ভারতের স্বাধীনতাকে চিহ্নিত করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল, লেখা হয়েছে ওই ওয়েবসাইটে।

‘সেঙ্গোল গণতন্ত্রের নয়, রাজতন্ত্রের প্রতীক’

তামিলনাডুতে অনেক নেতানেত্রীকে মঠের তরফ থেকে রূপোর সেঙ্গোল দেওয়া হয়ে থাকে বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানে।

এই প্রথা প্রাচীন রাজাদের সময় থেকে চলে আসছে বলে এটিকে রাজতন্ত্রের প্রতীক হিসাবেই দেখা হয়।

তামিলনাডুর ক্ষমতাসীন ডিএমকের মুখপাত্র টিকেএস এলানগোভান সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, সেঙ্গোল গণতন্ত্রের প্রতীক নয়, এটি রাজতন্ত্রের প্রতীক। কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতা সেঙ্গোল দেন না, শুধুমাত্র মঠের তরফেই দেওয়া হয় সেঙ্গোল। আর মঠগুলিও তো রাজতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠান।

‘টাইম’ পত্রিকার ২৫ অগাস্ট, ১৯৪৭ সালের সেই পৃষ্ঠা, যেখানে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল

সেঙ্গোল দিয়ে প্রতীকী ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনও প্রমাণ নেই

তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের রাতের ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল যেসব দেশী-বিদেশী সংবাদমাধ্যমে, তাদের প্রতিবেদনের সঙ্গে এই সরকারী তথ্য মিলছে না।

‘টাইম’ম্যাগাজিন তাদের ২৫ অগাস্ট, ১৯৪৭ সালের সংখ্যায় বিস্তারিত বর্ণনা করেছিল ১৪ আর ১৫ই অগাস্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাবলি।

সেই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল যে তামিলনাডু থেকে আসা পুরোহিতরা জওহরলাল নেহরুর হাতে একটি সেঙ্গোল তুলে দেন।

একটি ফোর্ড গাড়িতে চেপে মি. নেহরুর বাসভবনে গিয়েছিলেন ওই পুরোহিতরা, তারা মন্ত্র পাঠ করেন, মি. নেহরুর কপালে ‘পবিত্র বিভূতি’ লেপে দেন, ইত্যাদি সবই বর্ণনা করা হয়েছিল ‘টাইম’ ম্যাগাজিনের ওই প্রতিবেদনে।

কিন্তু সেখানে কোথাও উল্লেখ নেই যে ওই তামিল পুরোহিতরা মি. নেহরুর বাড়িতে আসার আগে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাকে প্রথমে সেঙ্গোলটি দিয়েছিলেন, আর তারপরে সেটি তারা মি. নেহরুর হাতে তুলে দেন ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক হিসাবে।

মি. নেহরুর হাতে একটি সেঙ্গোল ধরা আছে, এই ছবি থাকলেও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে ওই তামিল পুরোহিতদের কোনও ছবি নেই।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাসের গার্ডিনার অধ্যাপক সুগত বসু ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস বিষয়ে পণ্ডিত।

তিনি বিবিসিকে বলছিলেন, ১৪ আর ১৫ই অগাস্ট মাঝরাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে দুটো ঘটনা হয়েছিল, একটি গণপরিষদে জওহরলাল নেহরুর বিখ্যাত ভাষণ আর

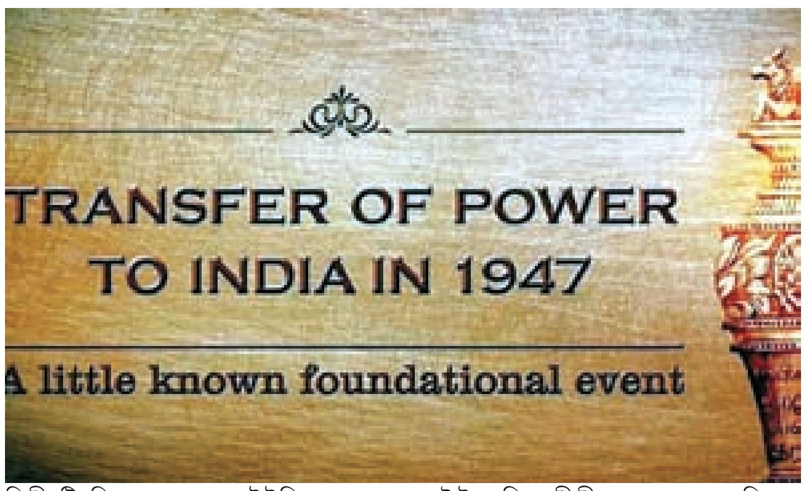

দ্বিতীয়টি ছিল যুক্তরাজ্যের ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা নামিয়ে ভারতের তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন।

কোনও সেঙ্গোল বা রাজদণ্ড হাতবদল করে প্রতীকী ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল, এরকম কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ আমি কোথাও পাই নি।

সেঙ্গোল দিয়ে প্রতীকী ক্ষমতা হস্তান্তরের কাহিনী কীভাবে জানা গেল ?

বিবিসির তামিল বিভাগের সহকর্মী মুরলিথরন জানাচ্ছিলেন যে ২০১৭ সাল থেকে তামিল পত্রপত্রিকায় এই বিষয়টি নিয়ে লেখা শুরু হয়।

মি. নেহরুর হাতে থাকা একটি সেঙ্গোলের ছবিও পাওয়া যায়। সেটি যে চেন্নাইয়ের স্বর্ণশিল্পী ভাম্মুরি বঙ্গারু চেট্টিকে দিয়ে তৈরি করানো হয়েছিল, সেটাও জানা যায়।

ভাম্মুরি বঙ্গারু চেন্নাইয়ের একটি বিখ্যাত গহনার দোকান।

সংস্থার প্রধান অমরেন্দ্রন উম্মিদি বিবিসিকে বলেছেন, পত্রিকায় বিষয়টি জানার পরে আমরা দেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ছবি সহ চিঠি পাঠাই। বেশ কিছুদিন পরে এলাহাবাদের সংগ্রহশালা আমাদের জানায় যে তাদের কাছেই আছে ওই সেঙ্গোলটি।

আমরা সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখি যে ছবির সেঙ্গোলটিই ওখানে রাখা আছে। আমরা একটি ভিডিও বানাই। সেটি ভাইরাল হয়ে যায়, জানাচ্ছিলেন মি. উম্মিদি।

এখন তারা পুরনো সেঙ্গোলের আদলে আরেকটি রাজদণ্ড তৈরি করে দিল্লিতে পাঠিয়েছেন।

তামিল পত্রিকা ‘তুঘলক’এও বিষয়টি নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় ২০২১ সালে।

নৃত্যশিল্পী পদ্মা সুব্রহ্মনিয়াম সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন যে তিনিই ‘তুঘলক’ পত্রিকার প্রতিবেদনটি অনুবাদ করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন।

এরকম একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার, আমি মনে করেছিলাম যে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে বিষয়টি দেশের মানুষের সামনে আসা উচিত। তাই আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলাম। দীর্ঘদিন কোনও জবাব না পেয়ে আমি ভেবেছিলাম চিঠিটাকে কেউ বোধহয় গুরুত্বই দেয় নি। কিন্তু এখন জানলাম যে ওই সেঙ্গোলটি ভারতের নতুন সংসদ ভবনে স্থাপন করা হবে। দারুণ আনন্দিত আমি, জানিয়েছেন ওই নৃত্যশিল্পী।

ওই চিঠির ভিত্তিতে সরকারী প্রতিষ্ঠান ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টস সেঙ্গোল নিয়ে গবেষণা শুরু করে ।

সংস্থাটির সদস্য সচিব সচ্চিদানন্দ যোশী দ্য হিন্দু পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, সেই সময়ে দেশে দাঙ্গা এবং দেশভাগের মধ্যেই ওই অনুষ্ঠানটি করতে হয়েছিল কম সময়ের মধ্যে। যেহেতু এটি কোনও সরকারী বা আইনি অনুষ্ঠান নয়, তাই তার কোনও রেকর্ড কোথাও নেই। সম্ভবত সেই জন্যই পবিত্র সেঙ্গোল এবং সেটি হস্তান্তরের ঘটনাটাই প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি থেকে মুছে গিয়েছিল।

‘দ্য মাউন্টব্যাটেন পেপার্স’

ভারত সরকারের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে শেষ ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন জওহরলাল নেহরুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে প্রতীকী ক্ষমতা হস্তান্তরটা কীভাবে করা যায়। মি. নেহরু ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর কাছে পরামর্শ চান। তিনিই পরামর্শ দেন যে তামিলনাডুতে এরকম একটি প্রাচীন রীতি আছে যে মঠের প্রধান পুরোহিত নতুন রাজার হাতে এই রাজদণ্ড তুলে দেন, জানাচ্ছে ওই সরকারী ওয়েবসাইট।

তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তৎকালীন ম্যাড্রাসের এক স্বর্ণ শিল্পীকে দিয়ে সেঙ্গোলটি তৈরি করিয়ে ১৪ - ১৫ অগাস্টের মধ্যরাতের পনেরো মিনিট আগে সেটি প্রথমে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হাতে এবং তার হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে শোধন করে তা তুলে দেওয়া হয় জওহরলাল নেহরুর হাতে।

সেটাই নাকি প্রতীকী ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল। তবে যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটন ইউনিভার্সিটিতে রাখা ‘দ্য মাউন্টব্যাটেন পেপার্স’এ এই ঘটনার উল্লেখ নেই।

১৩ তারিখ দুপুরে তিনি দিল্লি থেকে করাচী যান পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। ১৯৪৭ সালের ১৩, ১৪ অগাস্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রথমে পাকিস্তানের করাচীতে আর তারপরে ১৪ তারিখ দুপুরে দিল্লিতে ফিরে এসে পরের দিন ১৫ অগাস্ট ভারতের হাতে ঠিক কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন, তার খুঁটিনাটি কার্যক্রম স্থির করা হয়েছিল ২৮ জুলাইয়ের একটি বৈঠকে।

দ্য মাউন্টব্যাটেন পেপার্সের এমএস৬২এমবি১ডি২৯১৪ রেফারেন্স নম্বরের দলিলে লেখা আছে ১৩ তারিখ দুপুরে লাঞ্চের পরে দুপুর দেড়টায় তিনি দিল্লির পালাম থেকে করাচীর বিমান ধরবেন, তারপরে রাত সাড়ে আটটায় মুহম্মদ আলি জিন্নাহ এবং অন্যান্য ভিআইপিদের সঙ্গে ডিনার করবেন, পরের দিন ১৪ অগাস্ট সকাল নয়টার সময়ে করাচীর গভর্নমেন্ট হাউস থেকে বেরিয়ে পাকিস্তান গণ পরিষদে পৌঁছবেন।

সেখানে পর পর কী কী কর্মসূচী থাকবে - সব কিছুই নির্ধারিত হয়েছিল ২৮ জুলাইয়ের বৈঠকে।

পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে কোন বাহিনী কোন জায়গায় তাকে গার্ড অফ অনার দেবে, তারপরে তিনি কখন বিমানবন্দরে যাবেন এবং তিনি যে বিমানেই লাঞ্চ সারবেন, এতটাই বিস্তারিত সিদ্ধান্ত হয়েছিল ওই বৈঠকে।

দিল্লিতে তার বিমান নামবে বিকেল সাড়ে তিনটের সময়ে এটাও লেখা আছে ওই বৈঠকের বিবরণীতে। সেদিনের কর্মসূচী সেখানেই শেষ।

আবার ১৫ তারিখ সকাল থেকে ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচী সাজানো হয়েছিল এভাবে, সকাল নয়টা দশ মিনিটে গভর্নর হাউসের দরবার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন, ‘স্টেট ক্যারেজে চেপে লর্ড এবং লেডি মাউন্টব্যাটেন গণ পরিষদের দিকে রওনা হবেন। মি. নেহরু এবং মি. প্যাটেল (বল্লভভাই প্যাটেল) আধা ‘স্টেট ক্যারেজ’এ চেপে পিছনে আসতে পারেন, যদি তারা চান।

এত বিস্তারিত পরিকল্পনার উল্লেখ আছে ‘দ্য মাউন্টব্যাটেন পেপার্স’-এর নথিতে, অথচ ‘ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল জওহরলাল নেহরুর হাতে একটি সেঙ্গোল বা রাজদণ্ড তুলে দিয়ে’, এই বিষয়টা না থাকা সেটা বেশ আশ্চর্যের।

সেঙ্গোল আসলে একটি স্বর্ণ অলঙ্কার মাত্র?

ইতিহাসবিদ সুগত বসু বলছেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন ১৪-১৫ অগাস্টের মাঝরাতে মি. রাজাগোপালাচারী দিল্লিতেই ছিলেন না। তার আগেই দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতায় তাকে গভর্নর করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু।

তার কথায়, এলাহাবাদে মি. নেহরুর পৈত্রিক বাড়ি আনন্দ ভবন। সেখানকার সংগ্রহশালায় ওই সেঙ্গোলটি রাখা ছিল, এটা খুবই সম্ভব। কিন্তু সেটা যে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক, এটা সঠিক নয়।

সেটি একটি স্বর্ণ অলঙ্কার বড়জোর, যা তামিল পুরোহিতরা মি. নেহরুকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন। এটা তেমন কোনও ঐতিহাসিক ঘটনাও নয় যে নতুন সংসদ ভবনে সেটিকে এত গুরুত্ব দিয়ে রাখতে হবে। সেই সময়ে স্বাধীনতা, দেশ ভাগ, দাঙ্গা এগুলোই ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

তাহলে কী শুধুমাত্র জওহরলাল নেহরুর হাতে ধরা সেঙ্গোলের একটা ছবি দিয়ে, - কোনও আনুষ্ঠানিক রেকর্ড, এমনকি কোনও পারিপার্শ্বিক প্রমাণ ছাড়াই - একটা সাধারণ স্বর্ণালঙ্কারকে অতি গুরুত্ব সহকারে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঐতিহাসিক প্রতীক হিসাবে তুলে ধরে সেটিকে নতুন সংসদ ভবনে স্থাপন করা হচ্ছে?

জানা অজানা

ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের শীর্ষ বাণিজ্য কর্মকর্তাদের বৈঠক

বেইজি ঃ চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ব্যবসা ও বাণিজ্য বিষয়ক কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে মিলিত হয়েছেন। এটি বিশ্বের বৃহত্তম দুটি অর্থনীতির নেতাদের মধ্যে বিরল একটি সরাসরি কথোপকথন। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ এক বিবৃতিতে বলেছে, চীনের বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াং ওয়েনতাও এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী জিনা রাইমন্ড যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ওপর অকপট এবং সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। বিভাগ বলেছে, বৃহস্পতিবারের বৈঠক যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ক যোগাযোগের উন্মুক্ত লাইন বজায় রাখার এবং দায়িত্বের সাথে পরিচালনা করার জন্য চলমান প্রচেষ্টার অংশ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত নভেম্বরে বালিতে চীনের নেতা শি জিনপিং-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তার পর ওয়াশিংটনে বৃহস্পতিবারের বাণিজ্য আলোচনাটি ছিল বাইডেন প্রশাসনের সময়কালে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে আমেরিকান ও চীনা কর্মকর্তাদের প্রথম মন্ত্রীসভা পর্যায়ের বৈঠক। ওয়াং যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৩ এপিইসি বা এপেক মন্ত্রীদের বাণিজ্য সভার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের ডেট্রয়েটে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার অবস্থান করবেন। চীনের বাণিজ্য মন্ত্রকের মুখপাত্র শু জুয়েটিং বেইজিং-এ নিয়মিত ব্রিফিং-এ বলেছেন, ওয়াশিংটনের আলোচনায় চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক এবং অভিন্ন উদ্বেগের বিষয়ে চীন তার মতামত প্রকাশ করেছে। তবে চীন রবিবার যুক্তরাষ্ট্রের চিপ প্রস্তুতকারক মাইক্রোনকে জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং মূল দেশীয় শিল্পগুলোতে তাদের মেমোরি চিপ বিক্রি করতে ফার্মটিকে নিষিদ্ধ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা চীনে পরিচালিত আমেরিকান পরামর্শদাতাগুলোতে ধারাবাহিক অভিযানের পরে আরোপ করা হয়েছে।

সাময়িকী

এক আন্তর্জাতিক শিক্ষক

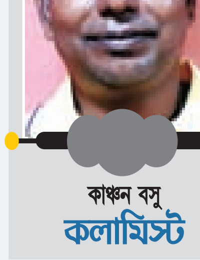

কাঞ্চন বসু
কলামিস্ট

চমকে উঠলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সমাধি দিতে দেবে না ? রামতনু লাহিড়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ এটাই তাঁর প্রাপ্য ছিল। ইউরোপীয় হয়ে নেটিভদের প্রতি অত দরদ কিসের ? ব্রাহ্ম সভায় গিয়ে বসে থাকা, হিন্দু সমাজকে ক্রিশ্চান করার পথে না এনে শিক্ষিত করা, চার্চে না গিয়ে কলেজ বানানো, ধর্মে বিশ্বাস না রেখে নেটিভ শিক্ষার জন্য সর্বস্ব ব্যয় করা, এতো অন্যায় কেন মানবে মিশনারিরা ? তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন তাঁদের গোরস্থানে হেয়ার সাহেবের জায়গা নেই। ব্যঙ্গ করে ওর কলেজের প্রাঙ্গনে ওকে সমাহিত করার নিদান দিয়েছেন তাঁরা। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, তাই হবে, হিন্দু কলেজের সামনেই সমাহিত থাকবে তাঁর কফিন। কিন্তু রক্ষনশীল হিন্দু সমাজ প্রবল আপত্তি করেছে। কিছুতেই এক ম্লেচ্ছর সমাধি শহরের মাঝখানে রাখতে দেবে না তারা। ইয়ং বেঙ্গলের সদস্য, ব্রাহ্ম দলের অনেক সদস্যের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। বাইরে প্রবল বৃষ্টিপাত, বজ্রবিদ্যুতের আলো ঝলকে এসে পড়ছে শায়িত বৃদ্ধের মুখে। রামতনু লাহিড়ী তার শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ডুকরে উঠলেন, মনে মনে ভাবলেন ভারত আজ হারাল এক অমুল্য সম্পদ। ডেভিড হেয়ার যে কি করে গেছেন এই জাতির জন্য, একদিন জাতি বুঝবে তা। আফসোস, আজ তাঁর জায়গা হচ্ছে না শহরের বুকে। এমন সময় দুর্যোগ মাথায় করে বাইরে এসে দাঁড়াল এক জুরি গাড়ি। বাইরের ভিড়ের মধ্যে একটু আলোড়ন হলো, সবাই ফাঁকা করে দিলো পথ। প্রবেশ করলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। রক্ষণশীল সমাজের মাথা। সব শুনে বললেন ওই গোলদিঘির পাড়েই হবে তাঁর সমাধি। আমি বলছি, রাজা রাধাকান্ত দেব।দেখি কে আটকায় ? কোন্ সমাজ বাধা দেয় ? রামতনু লাহিড়ী ঠিক পছন্দ করতেন না এই রাজাকে। আজ এগিয়ে এলেন। ধন্যবাদ মহাশয়, বড়ই অসহায় মনে হচ্ছিল আজ। এমন একজন ব্যক্তি এইটুকু সম্মান পাবেন না ? ভেবেই চোখে জল আসছিল। সবাইকে চমকে দিয়ে রাধাকান্ত দেবও চোখ মুছলেন সকলের সামনে। এমন দোর্দণ্ড প্রতাপ ব্যক্তির চোখে জল ! তাঁকেও সিক্ত করেছে হেয়ার সাহেবের অবদান। একে একে আসছেন, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি, প্যারীচাঁদ মিত্র সহ কলকাতার নামী দামী ব্যক্তিরা। সবার চোখে জল, বাইরে থিক থিক করছে অগনিত মানুষ। প্রবল বারিধারায় দুর্যোগে নীরবে ভিজছেন তারা। তবুও অধীর অবিচল হেয়ার সাহেবের শেষ যাত্রায় অংশ নেবার জন্য। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা হাউ হাউ করে কাঁদছে স্বজন হারানোর ব্যাথায়। বারান্দার একধারে এসে দাঁড়ালেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। প্যারীচাঁদের সাথে আলোচনা করছেন পুরনো দিনগুলি। বললেন আমরা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার। বেশ নাম ডাক তখন। আমার পিতা গোপীমোহন ঠাকুর যাবেন বড় লাট মিন্টোর সাথে দেখা করতে। মিন্টো সাহেবের আবার খুব ঘড়ির শখ। পিতা ঠিক করলেন ঘড়ি দেবেন। কোথায় পাওয়া যাবে উপযুক্ত ঘড়ি ? এক বন্ধু বললেন, চলে যান হেয়ার সাহেবের দোকানে। দেখে আসুন স্কটল্যান্ড থেকে এসে কি ব্যবসা ফেঁদেছেন। বিশ্বের নামী দামী ঘড়ি তাঁর কাছে আছে। ব্যবসা করে কলকাতায় বিশাল বাড়ি করেছেন, প্রভূত ভুসম্পত্তি ক্রয় করেছেন। পিতা গেলেন তাঁর কাছে।বহুমুল্য একটি সোনার ঘড়ি কিনলেন। কেনার পর হেয়ার সাহেব হঠাৎ বললেন গোপীবাবু একটু কথা আছে। পিতা বললেন, বলুন কি ব্যাপার ? হেয়ার সাহেব বললেন, আপনারা বনেদী বংশ, অনেক প্রভাব আপনাদের। কিন্তু প্রদীপের নীচে এতো অন্ধকার কেন ? আমি দেখি আর অবাক হই, এতো কুসংস্কার, দারিদ্র্য, অশিক্ষা নিয়ে জাতি বেঁচে আছে কীভাবে ? কিছু মনে করবেন না মহাশয়, আপনাদের অবশ্যই এগিয়ে আসা দরকার। আপনারাই বাঁচাবেন জাতিকে। আমি সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করব, কিন্তু আপনাদের পাশে চাই। এই কুপ্রথা, হীনমন্যতা, জাতিভেদ দূর করতে চাই পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা। আপনি আমায় সাহায্য করুন। হেয়ার সাহেব হাত দুটি ধরে ফেলেন পিতার। পিতাকে খুব নাড়া দেয় এই ঘটনা। একজন ইউরোপীয় হয়ে ভারতবাসীর জন্য এত ভাবনা। সাহায্য করতেই হবে মানুষটিকে। পরদিন থেকে শুরু হলো নতুন অধ্যায়। কর্মচারীদের হাতে ব্যবসা ছেড়ে গোপীমোহন বাবুর সাথে শহরের বিভিন্ন বনেদী বাড়িতে যেতে শুরু করলেন হেয়ার সাহেব। আগেই তিনি আরও কিছু ব্যক্তির সাথে কথা বলেছিলেন। তাদের মধ্যে উৎসাহীরা সাহায্য করল সকলের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রচারে। প্রথম ধাক্কা এলো বড় লাটের কাছ থেকে, তিনি কোনওরকম সরকারী সাহায্য দেবার পক্ষপাতী নন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ কন্ট্রোল আগ্রহী নন। তবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হাইড ইস্ট খুব আগ্রহী হলেন। একদিন যাওয়া হলো শোভাবাজার রাজবাড়িতে। রাধাকান্ত দেব খুব উৎসাহ দেখালেন। বললেন গড়ে তুলুন হিন্দুদের জন্য কলেজ, স্কুল। তবে মিশনারীরা যেন প্রবেশ না করে দেখবেন।তাঁর সূত্রেই যাওয়া হলো বর্ধমান রাজ তেজচাঁদ বাহাদুরের কাছে। রামমোহন রায় এগিয়ে এলেন। সমস্ত নামী দামী ব্যক্তিত্বের মধ্যে যোগসূত্র এক শ্বেতাঙ্গ, হেয়ার সাহেব। কলকাতার গরমে মুখ লাল হয়ে যায়, আরামের জীবন ছেড়ে রাস্তায় ঘোরাঘুরির অভ্যাস নেই, তাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি অদম্য। তৈরি হলো ফান্ড। বিচারপতি হাইড ইস্ট হলেন চেয়ারম্যান। দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহ শুরু হলো। শিক্ষিত সমাজ হেয়ার সাহেবের আবেদনে সাড়া দিলো। ১,১৩,১৭৯ টাকা সংগ্রহ হলো। বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর ও গোপীমোহন ঠাকুর উভয়েই কমিটিকে ১০,০০০ টাকা প্রদান করেন। হেয়ার সাহেব তাঁর সম্পত্তির বেশ কিছুটা বিক্রয় করে দিলেন। ১৮১৬ সালের ২১ শে মে। গোলদিঘির পাড়ে সেদিন সাজসাজ রব। উদ্বোধন হচ্ছে হিন্দু কলেজ ও হিন্দু স্কুল।কলকাতার নামী দামী বাবুদের জুড়ি গাড়ি, ধুতির কোঁচা, হইচই। প্রশাসনিক কাজকর্ম শুরু হলো। এসেছেন বড় বড় সমস্ত অভিজাত। রাধাকান্ত দেব, গোপীমোহন ঠাকুর, বর্ধমান রাজ, হাইড ইস্ট প্রমুখ ব্যক্তির মধ্যে মধ্যমনি হেয়ার সাহেব। তিনি পরিকল্পনা করছেন আরও অনেক বিদ্যালয় গড়তে হবে, গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে পাশ্চাত্য শিক্ষা। স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য চাই একটি কমিটি। এরপর ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি একসাথে ক্লাস শুরু হলো হিন্দু স্কুল ও হিন্দু কলেজের। ওই বছরই হেয়ার প্রতিষ্ঠা করলেন বাংলা বিদ্যালয়, কয়েক বছর পর পটলডাঙা অ্যাকাডেমি। পরে দুটি প্রতিষ্ঠান একসাথে হলো হেয়ার স্কুল। স্কুল কলেজের ছাত্র বাড়তে লাগল। কিন্তু বই কোথায় এতো। তিনি তৈরি করলেন স্কুল বুক সোসাইটি। অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে বই ছাপিয়ে ছাত্রদের দেওয়া হতে লাগল। নতুন নতুন বিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হলো ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি। হেয়ার সাহেব অক্লান্ত অদম্য। অতো সাধের ঘড়ির ব্যবসা বিক্রি করে দিলেন। চাই আরও অর্থ। ঋণ করতে শুরু করলেন। এদিকে হিন্দু কলেজ আর পাশেই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র সংখ্যা বাড়ছে। এই উৎসাহ, এই শিক্ষার আগ্রহ দেখে মন ভরে যায় তাঁর। কিন্তু ছাত্র বাড়ার সাথে সাথে আরও বিল্ডিং প্রয়োজন। নিজের বিশাল সম্পত্তি দান করে দিলেন দুই কলেজকে। নিজের অট্টালিকা দিলেন বেচে। উঠলেন গিয়ে গ্রে সাহেবের ছোট্ট দু কামরার ঘরে। যেন এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।মাঝে মাঝে সময় পেলেই চলে আসেন হিন্দু কলেজে। ঘরে ঘরে ঘুরে দেখেন পঠন পাঠন, শিক্ষকদের পাঠদান, ছাত্রদের আচরন। ছুঁয়ে দেখেন কলেজের থাম দালান দরজা।স্বপ্নকে সত্যি করার অনুভুতি প্রকাশ পায় তাঁর চোখে মুখে। এরপর শুধুই কাজ কাজ আর কাজ। নতুন স্কুল তৈরির পরিকল্পনা, মেয়েদের নিয়ে অবৈতনিক স্কুল, বই ছাপানোর কাজ। সঞ্চয় সব শেষ, ঋণ করতে হলো, তবুও তিনি দমলেন না। চারদিকে দেখেন এতো রোগ। কলেরা, কালাজ্বর, অপুষ্টিতে জর্জরিত দেশ। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। সব সেই গাছগাছড়া আর জলপড়া। ইউরোপ চিকিৎসায় কতোটা এগিয়েছে, শল্য চিকিৎসায় অভাবনীয় উন্নতি করেছে, ধারণা নেই এদের। এদেশকে বাঁচাতে আধুনিক মেডিকেল কলেজ বানাতে হবে। নতুন করে সক্রিয় হলেন তিনি। রামমোহন রায়ের সাথে কথা হলো, ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যদের বোঝালেন। বিরাট কাজ, সবাইকে পাশে চাই। সরকারের সাথে আলোচনা শুরু করলেন। তিনি আজ প্রায় নিঃস্ব। সরকার অর্থ বরাদ্দ করুক, সমস্ত দায়িত্ব তিনি নেবেন। সরকার অনুমতি দিল। ১৮৩৫ সালে মুলত হেয়ার সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শুরু হলো বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পথ চলা। এশিয়ার দ্বিতীয় মেডিকেল কলেজ। ব্রামলি, গুডিভ হলেন শিক্ষক। বাংলার থেকে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হলেন মধুসূদন গুপ্ত। আজ এই শেষ যাত্রায় অংশ নিতে তিনিও এসেছেন। ভিতরে শেষ যাত্রার আয়োজন হচ্ছে। সবাই শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছেন ফুলে মালায় চোখের জলে। মধুসূদন গুপ্ত বলতে শুরু করলেন। মানুষটার উদ্যম দেখেছি একেবারে কাছ থেকে। তিনি ছিলেন মেডিকেল কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য। স্থির হলো মেডিকেল কলেজের সাথে একটি হাসপাতাল করা খুব দরকার। প্র্যাকটিকাল ক্লাস করতে হবে। সরকার অর্থ দেবে, কিন্তু মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন অঞ্চলে অতোটা জমি দেবে কে ? একটা বিরাট জমি আছে মতিলাল শীলের। হেয়ার সাহেব ব্রামলি সাহেবকে নিয়ে ছুটলেন তাঁর কাছে।বোঝালেন আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার গুরুত্ব। দীর্ঘ আলোচনা করে যখন বেরলেন, মতিলাল বাবু দানপত্রের জন্য উকিলকে খবর পাঠিয়েছেন। মতিলাল বাবুর জমিতে গড়ে উঠল ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসার প্রতিষ্ঠান, ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। এসেছিলেন ডাক্তার রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারিকানাথ গুপ্ত। তারা বললেন,স্যার, আপনি সেই আন্যাটমির সূচনার কথা ভাবুন।শব ব্যবচ্ছেদ করে ইতিহাস রচনা করতে চলেছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ। চারদিক সরগরম। আপনি সেই কাজ করবেন, আপনার সহকারী আমরা। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ প্রবল বাধা দিলো। আমাদের বাড়িতে হুমকি, বিক্ষোভ। ময়দানে নামলেন হেয়ার সাহেব। শিক্ষিত সমাজকে, ব্রাহ্ম দলকে ডেকে বোঝালেন এর প্রয়োজনীয়তা। এই শব ব্যবচ্ছেদ ছাড়া চিকিৎসাশিক্ষা অসম্পূর্ণ। পালটা মিছিল করালেন এর সমর্থনে। ব্যবচ্ছেদের দিন নিজে উপস্থিত ছিলেন উৎসাহ দিতে। ইতিহাসের পাতায় নাম উঠেছিল আমাদের।ডাক্তার প্রসন্নকুমার মিত্র বললেন, অথচ শেষ সময় আধুনিক চিকিৎসার সুযোগটা নিলেন না। কলেরার লক্ষণ দেখেই ব্লিস্টার দিতে চেয়েছিলাম আমি। উনি বারবার বলছিলেন, আমায় শান্তিতে যেতে দাও। গ্রে সাহেবকে বলছিলেন কফিনের ব্যবস্থা কর। নীরবে চলে গেলেন তিনি। ১৮৪২ সালের ১ জুন। বিদায় নিয়েছিলেন ডেভিড হেয়ার। সেদিন অবিশ্রান্ত বর্ষণে প্লাবিত হয়েছিল কলকাতা। আর রাস্তায় ছিল জনপ্লাবন। একজন ইউরোপীয়র শেষ যাত্রায় এতো মানুষের সমাগম ছিল অভাবনীয়। হবে নাই বা কেন ? যার হাত ধরে বাংলা তথা ভারতের আধুনিক শিক্ষার সুচনা হয়েছিল। হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল, হিন্দু কলেজ, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজের মতো প্রতিষ্ঠান প্রাণ পেয়েছিলো যার স্পর্শে, তার বিদায়ে কী করে ঘরে থাকে বাঙালি ? তাই বিদায়যাত্রায় ছিল মানুষের ঢল। সাধের হিন্দু কলেজের উল্টোদিকে কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে রয়েছে তাঁর সমাধি। আমরা ঠাকুর দেখতে যাই, কিন্তু দেখা হয় না সেই মহান মানুষটির সমাধি। তিনি ভারতীয় না হয়েও ছিলেন অনেকের থেকে বেশি ভারতীয়, শিক্ষক না হয়েও ছিলেন অনেকের থেকে বড় শিক্ষক। যিনি দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে জড়িয়ে রয়েছেন বাংলার আধুনিক শিক্ষায়।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, ... বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দি, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand. ; Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত নিযুক্তির কথা বললে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে বলে মন্তব্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার

বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার বর্তমান অসমের জন্য ট্রাবল ইঞ্জিন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অসম সফর এবং হাজার হাজার যুবক যুবতীর নিযুক্তি। রাজ্যর বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের নিযুক্তি সমারোহ অনুষ্ঠান আযোজনের পর সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ভাবেই এক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। নতুন পথ সৃষ্টি না করে এই নিযুক্তির প্রক্রিয়ার ব্যাপক সমালোচনা করে তিনি বলেন এক টাকা না খরচ না করে চাকরি দেওয়ার যে ঘোষণা বিজেপি করছে সেটা ব্যাখ্যা করতে হলে বহু কথা বেরিয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মিথ্যাচারের জবাব রাজ্যবাসী কর্ণাটকের মতোই বজরংবলীর গদার মাধ্যমে দেবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার মহানগরের খানাপাড়ার পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ময়দানে মোট ৪৪৭০৩ জনকে নিযোগপত্র তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠান নিযুক্তি সমারোহের আযোজন করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং দুর্নীতি মুক্ত ভাবে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে প্রায় ৮৬ হাজার নিযুক্তি প্রদান করেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বারংবার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত নিযুক্তির কথা বললে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। শুক্রবার মহানগরের প্রদেশ কংগ্রেসের মুখ্য কার্যালয় রাজীব ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত নিযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করতে গেলে সম্প্রতি এক বিজেপি নেত্রী দেড় কোটি টাকার সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়ার কথা বলতে হবে। তাছাড়া রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার বিরুদ্ধে তার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের এক যুবতি সংবাদ মাধ্যমে উত্থাপন করা আর্থিক দুর্নীতির বিষয়টিও উল্লেখ করা যায়। বর্তমান নিযুক্তি পাওয়া প্রার্থীরা কোনদিনও বলবেন না যে কিভাবে তারা চাকরি পেলেন। এক্ষেত্রে বিজেপি নেত্রী

দেড় কোটি টাকার বিষয়টি সেল উল্লেখ করেছেন তিনি। কংগ্রেস সভাপতি বলেন যারা চাকরি পেয়েছেন তাদেরকে তিনি শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন যে প্রার্থীরা সরকারি চাকরি পেতে সক্ষম হয়েছেন।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন শুধুমাত্র ৪০ হাজার চাকরির জন্য অসমবাসী বিজেপিকে সমর্থন জানিয়ে সরকার গঠন করার সুযোগ দেননি। আজ পর্যন্ত একটি নতুন চাকরি সৃষ্টি করা হয়নি। এখনো সরকারের বিভিন্ন বিভাগে খালি পদ রয়েছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেটা রক্ষা করেনি বিজেপি সরকার। ২০২২ সালে রাজ্যের দুই লক্ষ চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাছাড়া ব্যক্তিগত খন্ডে ৮ লক্ষ চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু গত সাত বছরে একটি নতুন চাকরির সৃষ্টি করতে পারেনি বিজেপি সরকার। তিনি বলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ভেবেছেন কিংবা ভাবেন যে সাধারণ মানুষের স্মরণ শক্তি অত্যন্ত কম। ২০২১ সালের ১৩ জুলাই বিধানসভায় দাখিল করা তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে ১০৭১৪৯ টি খালি পদ রয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এর পাঁচ বছর এবং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দুই বছর মোট ৭ বছরে একটিও নতুন চাকরির পদ সৃষ্টি করতে পারেনি বিজেপি সরকার। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্যে যে ২২ লক্ষ বেকার যুবকযুবতীরা রয়েছেন। এবার রাজ্যের ৮০ হাজার সরকারি চাকরির পদ পূরণ করার ক্ষেত্রে যদি ৭ বছর সময় লাগে তাহলে বাকি বেকার যুবকযুবতীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা করার ক্ষেত্রে কত দিন সময় লাগবে রাজ্যবাসীর হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তাদের দায়িত্ব এবার কি কংগ্রেসকে নিতে হবে সেটাও জিজ্ঞাসা করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য বিভিন্ন নির্বাচনের প্রচারসভায় প্রদান করা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভাষণের ভিডিও সাংবাদিকদের প্রদর্শন করা হয়েছে। সেই ভিডিওতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অসমে দুই লক্ষ সরকারি চাকরি তথা ব্যক্তিগত খন্ডে ৮ লক্ষ চাকরি এবং মুখ্যমন্ত্রী ২৩ লক্ষ বেকার যুবকযুবতীর কর্ম সংস্থাপনের বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এই প্রতিশ্রুতির কি হবে। সমস্যা এখানেই যে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন সবাই সবকিছু ভুলে গেছেন। অসমের আমজনতা প্রত্যেকবার এভাবে প্রতারণা, প্রবঞ্চনার, প্রলোভনের শিকার হচ্ছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর মিথ্যাচারের বলি হচ্ছেন। ২০২২ সালে ১০ লক্ষ নিযুক্তি, অসম চুক্তির অক্ষরে অক্ষরে পালন এবং ৬ নম্বর দফা বাস্তবায়নের মিথ্যাচারের কবলে পড়েছেন রাজ্যবাসী। এভাবে বিজেপি সরকারের প্রতারণা, প্রবঞ্চনার, প্রলোভন কতদিন সহ্য করতে হবে সেটার উত্তর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীকে দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বর্তমান অসমবাসীর জন্য ট্রাবল ইঞ্জিন সরকার হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন ভূপেন বরা। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বলেন বিজেপি সরকার বর্তমান রাম রাম রাম বলে সাধারণ মানুষকে ঠকাচ্ছে। রামের নাম নিয়ে রাজনীতি করতে ব্যস্ত বিজেপি। তবে বিজেপির মিথ্যাচার এবং রাম নামের রাজনীতি কর্নাটকে সফল হয়নি। সেখানে বিজেপির পদ্ম ফুলের উপর বজরংবলীর গদার আঘাত পড়েছে। অসমের সাধারণ মানুষকে রামের নাম নিয়ে বিজেপি যে রাম ঠগ দিচ্ছে সেটা পরবর্তীকালে রাজ্যবাসী একইভাবে দলটির বিরুদ্ধে বজরংবলীর গদা হাতে নেবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। এদিকে এই সাংবাদিক বৈঠকের পরেই এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা। তিনি বলেন কংগ্রেসের আমলে চাকরির বাজার কার ছিল সেটা সবাই জানেন। তাছাড়া কার উপরে বজরংবলীর গদার কোপ পড়বে সেটা সময়ে দেখা যাবে। তিনি বলেন কংগ্রেসের আমলে এইসব ব্যবস্থা ছিল। দুটো ক্রয় করলে একটা ফ্রি। কংগ্রেস চাকরির বাজার খুলে রেখেছিল। এপিএসসির ব্যাপক কেলেঙ্কারি এটারই উদাহরণ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ১২ টির পরিবর্তে ১৪ টি আসন পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস যে শূন্য পাবে সেটা নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা।

রাজ্য সরকারের মাতৃভাষা বিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আসুর একমাস ব্যাপী আন্দোলনের ঘোষণা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ সরকারের বিরুদ্ধে ফের একবার সরব হয়ে উঠেছে সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)। মূলত সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে মাতৃভাষা বিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন আসুর উপদেষ্টা ড০ সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য। তিনি বলেন এরই প্রতিবাদে আগামী ২৮ মে থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত এক মাস ব্যাপী ব্যাপক আংদোলন কার্যসূচি পালন করা হবে। সারা অসম ছাত্র সংস্থা ঘোষণা করা এক মাস ব্যাপী আংদোলন কার্যসূচির মধ্যে রয়েছে আগামী ২৮ মে রাজ্যের শিক্ষক সংগঠনগুলো সঙ্গে আলোচনা, ৩১ মে প্রতিটি অঞ্চলে ১০ ঘণ্টার অনশন, ৬ জুন গুয়াহাটি মহানগরে গণ সত্যাগ্রহ, ৮ জুন থেকে ১৪ জুন প্রতিটি অঞ্চলে জন সজাগতা তথা সচেতনতা কার্যসূচি, ১৫ জুন প্রত্যেক জেলা সদরে বিক্ষোভ প্রদর্শন, ২৪ জুন প্রত্যেক মহকুমা ছাত্র সংস্থার সাইকেল মিছিল এবং ২৭ জুন গুয়াহাটি মহানগরে মাতৃভাষা মাধ্যম প্রত্যাশা তথা প্রত্যাহ্বান বিষয়ে শৈক্ষিক সভার আযোজন। মহানগরের উজান বাজার স্থিত আসুর কার্যালয় শহীদ ভবনে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে ছাত্র সংগঠনটির উপদেষ্টা ড০ সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য বলেন রাজ্য সরকারের সঙ্গে মাতৃভাষা এই বিষয়ে নানা স্তরে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সরকার থেকে কোন ধরনের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। ছাত্র সংস্থা শুধু মাত্র আংদোলনের নামেই আংদোলন করে সেটা ভুল ধারণা। আংদোলনের প্রযোজনে ছাত্র সংস্থা আংদোলন করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। আসুর উপদেষ্টা বলেন শুধুমাত্র সরকার নয় বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গেও আলোচনা করেছে ছাত্র সংস্থা। সেই ক্ষেত্রে আলোচনার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। যেকোনো ভাবে রাজ্য সরকারের মাতৃভাষা বিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানো হবে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। সরকারের এই মাতৃভাষা বিরোধী পদক্ষেপকে কোনভাবে গ্রহণ করা যাবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন আসুর উপদেষ্টা। সারা অসম ছাত্র সংস্থার ঘোষণা করা এক মাস ব্যাপী আংদোলনকারী সূচির মাধ্যমে এই বিষয়ে সরকার, শিক্ষক সমাজ এবং সমাজের অভিজ্ঞ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন ড০ সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য।

আদর্শ কৃষকদের তিন দিবসীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

জামশেদপুর (সুধীর গোরাই) ঃ সরায়কেলা খার্সানা জেলার নিমডিহ ব্লকের অন্তর্গত লাকড়ি পঞ্চায়েতের বুরুডিহ মিডল স্কুলে রেয়ার প্রকল্পের সৌজন্যে, লিডস সংস্থা রাঁচি দ্বারা আদর্শ পুরুষ কৃষকের তিন দিনের প্রশিক্ষণ ২৭ মে শেষ হয়েছে। কৃষি বিশেষজ্ঞ গোপাল কুইলা প্রশিক্ষণ শিবিরে আদর্শ পুরুষ কৃষকদের জৈব চাষ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে সারা বিশ্বে জৈব কৃষির যুগ চলছে। জৈব চাষে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় না। যার কারণে বিশ্ববাজারে জৈব কৃষি থেকে উৎপাদিত সবজি ও ফসলের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। এসময় কৃষি বিশেষজ্ঞ বীজ শোধন নার্সারী, গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে করলা, ওকড়া, বেগুন, শসা, তরমুজ, পারবল ইত্যাদি সবজি রোপণের পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য দেন। তিনি বলেন, গ্রীষ্মের মৌসুমে সবজি ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনে সেচের বেশি প্রযোজন হয়, তাই যেখানে জল পাওয়া যায় সেখানে চাষ করুন। এই অনুষ্ঠানে রিয়ার প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর সঞ্জয় কুমার মাহতো শ্রী বিধি কৌশলে ধান চাষের পাশাপাশি ছাগল পালন, হাঁস পালন, মুরগি পালন, শূকর পালন, মৎস্য চাষ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাঠকর্মী শঙ্কর সিং, সোহান সিং প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার খতিয়ান দাখিল মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসের আগামী ২, ৩ জুন দশটি রাজ্যের উপস্থিতিতে আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন

পিএমএওয়াইজি এর অধীনে প্রাপ্ত ১৯ লক্ষ ঘরের মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে অসমের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগ ব্যাপকভাবে তৎপর রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পিএমএওয়াইজি এর অধীনে অসম সরকার ইতিমধ্যে ব্যাপক সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অধিক তৎপরতার সঙ্গে প্রতিটি কাজ সম্পূর্ণ করা হবে বলে দাবি করেন তিনি। গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সঞ্চালকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস জানান প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার অধীনে ভারত সরকার থেকে ১৯ লক্ষ গৃহ পেয়েছে অসম। এরমধ্যে ১৮৩০৪০০ টি ঘরের নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুমোদন জানানো হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রায় ৭০ হাজার ঘরের ক্ষেত্রে অনুমোদন দেওয়া যায়নি। নিজের জমি না থাকা বহু হিতাধিকারি দের জন্য এক্ষেত্রে কিছুটা গ্যাপ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। মন্ত্রী বলেছেন ইতিমধ্যে ১১৬৩৪৭১ গৃহ নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এরমধ্যে ২০২১ সালের ১০ মে এর পর ৭৫৯১৬৩ গৃহনির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকি থাকা ৬৬৬৯২৯ একটি ঘর চলিত বছরের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস জানান ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে বিভাগ ১৪৫৪০.৮৪ কোটি টাকা পেয়েছে। এরমধ্যে কেন্দ্রের ভাগ হিসেবে

১৩০৮৬ কোটি টাকা এবং ১৪৫৪.০৮ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের ভাগ হিসেবে পাওয়া গেছে। ২০২২-২৩ আর্থিক বছর থেকে আজ পর্যন্ত বিভাগ ১২৫০৪.৭৯ কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার অধীনে খরচ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন পিএমএওয়াইজি এর অধীনে ৪০০৯৬ জন ব্যক্তিকে জমি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের কাছাড়, হাইলাকান্দি, বঙাইগাঁও, চরাইদেও, ডিব্রুগড়, ধুবড়ি, গোলাঘাট, লক্ষিমপুর, মরিগাও এবং নগাও মোট ১০ টি জেলার সাতটি ক্লাস্টারের ৯৯ জন হিতাধিকারি থাকা সাতটি ক্লাস্টার এবং ১৯৮৩৮ জন হিতাধিকারি থাকা ৮৩৮ টি ক্লাস্টারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস। এদিকে চা বাগান এলাকায় পিএমএওয়াইজি এর অধীনে গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে এসওপি প্রস্তুত করেছে সরকার। বর্তমান সময় পর্যন্ত চা বাগান এলাকায় বসবাসকারী ৮১৬৩৮ জন ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী জানান ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল পর্যন্ত সম্পূর্ণ হওয়া ২ লক্ষ ঘরের সঙ্গে সর্বমোট প্রায় ২.৫ লক্ষ্য ঘরের একসঙ্গে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান আযোজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আগামী ২ এবং ৩ জুন প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার অধীনে এক আঞ্চলিক সম্মেলনের আযোজন করা হয়েছে বলে জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন এই সম্মেলনে অসম ছাড়া নটি রাজ্য অংশগ্রহণ করবে। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে অরুণাচল প্রদেশ, মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, ত্রিপুরা, সিকিম, ঝাড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ। বিভাগের নানা উপলব্ধি বিনিময়ের পাশাপাশি প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যাবতীয় প্রণালী এবং তথ্য আদানপ্রদানের জন্য এই আঞ্চলিক সম্মেলনের আযোজন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস।

মে ১৯৭১ ঃগণহত্যা নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি

ঢাকা ঃ গৌরব ও বেদনার সেই নয় মাসে পর্যায়ক্রমে ফিরে তাকানোর এই পর্বে থাকছে মে ১৯৭১-এর কিছু ঘটনার কথা....

গ্রেপ্তারের পর বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিম পাকিস্তানের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো খবর ছিলনা কোথাও। ফলে সমগ্র বাঙালি জাতির প্রশ্ন ছিল বঙ্গবন্ধু কেমন আছেন? পাকিস্তানি সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে থাকতে পারে এমন শঙ্কাও ছিল তখন।

৫ মে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্য প্রকাশ করে পাকিস্তান সরকার। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আকবর খান করাচিতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত ও সুস্থ আছেন। সামরিক আইন অনুসারে তার বিচারকাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলেও জানান তিনি।

'বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন'-এ খবর ওই সময় বাঙালি জাতির জন্য সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর। তবে প্রিয় নেতা ১১০০ মাইল দূরে বন্দি, যে কোনো সময় তাকে হত্যা করতে পারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাই তার মুক্তি নিশ্চিত করা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য হয়ে গেল যুদ্ধ জয়ের সবচেয়ে বড় প্রেরণা।

ওদিকে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনারা গ্রামে গ্রামে হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে। তাদের সহযোগিতা করে স্বাধীনতাবিরোধী শান্তিকমিটির লোকেরা। তাদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, ইসলামি ছাত্র সংঘের নেতাসদস্য ও বিভিন্ন জেলায় বসবাসরত বিহারিরা। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগ, মুজিব অনুসারী ও মুক্তিকামী বাঙালি নরনারীকে নিশ্চিহ্ন করা। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতন অনেক বেশি হলেও প্রকৃতপক্ষে কোনো ধর্মের স্বাধীনতাকামী মানুষই তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক সবচেয়ে বড় গণহত্যার ঘটনাটি ঘটে মে মাসেই, খুলনার ডুমুরিয়া থানার আটলিয়া ইউনিয়নের চুকনগরে। সাতক্ষীরাখুলনার মধ্যবর্তী জায়গায় একটি বড় বাজার ছিল এটি। সড়ক ও নদীপথে অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ভালো। পাকিস্তানি সেনাদের আনাগোনাও সেখানে শুরু হয়নি তখন। এ কারণে ওই পথেই খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল, ফরিদপুর, রামপাল, মোড়েলগঞ্জ, কচুয়া, শরণখোলা, মংলা, দাকোপ, বটিয়াঘাটা, চালনার হাজার হাজার হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ বিপুল সংখ্যক মানুষ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে যাচ্ছিল। চুকনগর বাজারে এসে মানুষ রান্নাবান্না, শেষ সদাইটুকু করে নেয়, কেউবা জিরিয়ে নেয়। এরপর তারা সীমান্তের দিকে যাত্রা শুরু করে। ১৯ মে পর্যন্ত ওখানে ছিল উপচেপড়া ভিড়। ''হিন্দুদের ঢল নেমেছে চুকনগরে'' এমন খবর পৌঁছে যায় সাতক্ষীরায় পাকিস্তান সেনাদের ক্যাম্পে। আটলিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও শান্তি কমিটির সদস্য গোলাম হোসেন এবং ভদ্রা নদীর খেয়া ঘাটের ইজারাদার শামসুদ্দিন খাঁ নামের এক বিহারি গোপনে এমন খবর পৌঁছে দেয়। ২০ মে তারিখ সকালে পাকিস্তানি আর্মিরা হানা দেয় চুকনগরে। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। সেনাবাহিনী ১টি ট্রাক ও ১টি জিপে প্রথমে মালতিয়া মোড়ের ঝাউতলায় এসে থামে এবং মালতিয়া গ্রামের চিকন আলী মোড়ল ও সুরেন্দ্রনাথ কুন্ডুকে গুলি করে হত্যা করে। তারপর পাতখোলা বাজারে ঢুকে নিরীহ মানুষদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে গণহত্যা শুরু করে।

পাক সেনাবাহিনীর একটি দল পাতখোলা বিল থেকে চাঁদনী, ফুটবল মাঠ, চুকনগর স্কুল, মালতিয়া, রায়পাড়া, দাসপাড়া, তাঁতিপাড়া, ভদ্রা ও ঘ্যাংরাইল নদীর পাড়ে আগত মানুষের উপর গুলি চালায়। ওইদিন মানুষের আর্তনাদে ভারি হয়ে ওঠে চুকনগরের আকাশ বাতাস। ভদ্রা নদীর জলও রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। লাশের কারণে নদীথও আটকে গিয়েছিল কোথাও কোথাও।

সকাল থেকে শুরু হওয়া আর্মিদের গুলি থামে দুপুরে। চার মাইল এলাকা জুড়ে চলা এই নিষ্ঠুর গণহত্যায় শহিদদের প্রকৃত সংখ্যা আজও জানা যায়নি। তবে প্রত্যক্ষদর্শী ও গবেষকদের অনেকেই মনে করেন, ওইদিন চুকনগরে প্রায় ১২ হাজারের মতো নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল পাক বাহিনী। (তথ্যসূত্র ঃ চুকনগর গণহত্যা মুনতাসীর মামুন, গণহত্যা '৭১- তপন কুমার দে, ৭১ এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ -ডা. এম এ হাসান)

এছাড়া ৫ মে নাটোরের লালপুর থানার গোপালপুর চিনিকলের ম্যানেজার আনোয়ারুল আজিমসহ ৪৬ জন কর্মকর্তাকর্মচারীকে চিনিকলের ভেতরেই পুকুর পাড়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। ওখানে এমন হত্যাযজ্ঞ চলে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। স্বাধীনের পর ওই পুকুরে অসংখ্য কঙ্কাল পাওয়া যায়। এ কারণে 'গোপাল সাগর' নামের ওই পুকুরটির নামই হয়ে যায় 'শহীদ সাগর'।

মে মাসে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় দোসররা বহু স্থানেই এমন হত্যাযজ্ঞ চালায়। তার মধ্যে বরগুনার পিডাব্লিউডি ডাকবাংলো, জেলখানা, বিষখালী নদী ও পাথরঘাটায়, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায়, নড়াইলের ইতনা গ্রাম, রাজশাহীর জগীশ্বর গ্রাম, সিরাজগঞ্জের হরিণাগোপাল ও বাগবাটি গ্রাম, সিলেটের বালাগঞ্জের বুরুঙ্গা, নাটোরের রামপুরা খাল, সুনামগঞ্জের সাগরদীঘি উল্লেখযোগ্য। (তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৮ম খন্ড, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক ত্রৈমাসিক স্বপ্ন '৭১-এর গণহত্যা' সম্পাদিত আবু সাঈদ একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর সুকুমার বিশ্বাস)

একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্পগুলোও ছিল একেকটি টর্চার সেল। সেখানে বাঙালি নারীদের ওপর কতটা অমানবিক নির্যাতন চালানো হতো সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় বীর মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গণা) লাইলী বেগমের সঙ্গে কথা বলে। একাত্তরে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে কাইয়ার গুদাম ক্যাম্পে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সে সময়ের কথা মনে হলে আজও আঁতকে ওঠেন লাইলী বেগম। সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে কাইয়ার গুদামে ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প ও টর্চার সেল।

পাক বাহিনীর জুলুমনির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ''আমি তখন পিপিএম হাই স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি। তখন যুদ্ধ চলছে। আর্মিরা ক্যাম্প বসায় কাইয়ার গুদামে। তাদের সহযোগিতায় ছিল শান্তি কমিটির লোকেরা। ওরা চিনিয়ে দিতো মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতার পক্ষের লোকদের। বাবা ফেঞ্চুগঞ্জে ফরিদপুর গ্রামের আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। ওই সময় তিনি পালিয়ে বেড়ান। ফলে চাচা কালা মিয়াই দেখভাল করতেন আমাদের।'' ''একদিন সন্ধ্যায় বাবার খোঁজে বাড়িতে আসে পাঁচসাতজন। ফরিদপুর গ্রামের মঈন মিয়া, রশিদ মিয়া, মনাই মিয়া, তোতা মিয়া ছিল। ওরা চাচারে ধইরা নিতে চায়। তারে উঠানে নিলে সাহস করে সামনে যাই। তখন ওরা আমারেও তুইলা নিয়া যায় কাইয়ার গুদামে।''

''ওটা ছিল খুবই অন্ধকার জায়গা। মানুষের গোঙানির শব্দ পেতাম। আরো নারীরা ছিল। মাঝেমধ্যে তাদের কান্না আর চিৎকার সহ্য করতে পারতাম না। সেখানে আমার ওপরও চলে শারীরিক নির্যাতন আর অত্যাচার।

মেসি ক্যাম্প ন্যুয়ে ফিরলে তাঁকে অধিনায়কত্ব দেবে বার্সেলোনা

প্যারিস ঃ বার্সেলোনা এবার কি তাহলে লিওনেল মেসিকে পটানোর চেষ্টা করছে! সৌদি আরব থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব আছে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের। যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিও তাঁকে পেতে টাকার বস্তা নিয়ে অপেক্ষায় আছে। অন্যদিকে আর্থিক সংকটে ভুগতে থাকা বার্সেলোনা এ দুই ক্লাবের মতো মেসিকে অর্থের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না।

অনেকেরই প্রশ্ন সৌদি আরব বা ইন্টার মায়ামির কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থের হাতছানি এড়িয়ে মেসি বার্সেলোনায় কেন যাবেন? বার্সা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ ক্ষেত্রে যুক্তি কম নয়। পুরোনো ক্লাবের প্রতি ভালোবাসা থেকেই মেসি ক্যাম্প ন্যুয়ের দলটিতে ফিরবেন বলে মনে করেন তাঁরা। একই সঙ্গে মেসি সেখানে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন বলেও যুক্তি দেওয়া হচ্ছে। মেসির ভবিষ্যৎ নিয়ে এসব কথাবার্তার মধ্যেই লরিয়াস পুরস্কার অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বার্সেলোনার পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডফস্কির। মেসির সঙ্গে সৌজন্য

বিনিময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন লেভা। তাঁর কথা মেসির চোখে বার্সার জন্য ভালোবাসা দেখেছেন তিনি!

পরিস্থিতি যখন এমন, মেসিকে ‘পটাতে’ই যেন বার্সেলোনা আরেকটি ঘোষণা দিয়েছে আবার ক্যাম্প ন্যুয়ে ফিরলে আর্জেন্টিনার অধিনায়কই নেতৃত্ব দেবেন বার্সাকে। ২০২১ সালে পিএসজিতে নাম লেখানোর আগে মেসিই ছিলেন বার্সেলোনার অধিনায়ক। তিনি যাওয়ার পর বার্সার নেতৃত্ব ছিল সের্হিও বুসকেতসের কাঁধে। সেই বুসকেতস বার্সায় শেষ মৌসুমটা খেলছেন এবার। স্পেনের সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভোর খবর, মেসি ফিরলে আবার বার্সার নেতৃত্ব পাবেন তিনি।

পারল না ডর্টমুন্ড, বায়ার্নের টানা ১১তম শিরোপা

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ লিগের শেষ রাউন্ড, সব খেলা তাই শুরু হয়েছে একই সময়ে। তবে সবার নজর বেশি ছিল দুটি ম্যাচে একটি বায়ার্ন মিউনিখ কোলন, অন্যটি বরুসিয়া ডর্টমুন্ড মাইনৎস। এই দুই ম্যাচের মধ্যেই ছিল এবারের বুন্দেসলিগার শিরোপা লড়াই।

হিসাবটা সহজ ছিল ডর্টমুন্ডের জন্য মাইনৎসকে হারাতে পারলেই বায়ার্নের ১০ বছরের আধিপত্য ঘুচিয়ে বুন্দেসলিগার শিরোপা জিতত তারা। বায়ার্ন হারলে, হেরে গেলেও শিরোপা জিতত ডর্টমুন্ড। বায়ার্ন ড্র করলে তাদেরও শুধু ড্র করলেই চলত।

শেষ পর্যন্ত সহজ এই হিসাবটা মেলাতে পারেনি ডর্টমুন্ড। নিজেদের মাঠে মাইসৎেসর সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে তারা। অন্যদিকে কোলনের মাঠে ২-১ জিতে ড্র করে টানা ১১ মৌসুমের জন্য বুন্দেসলিগার শিরোপা ঘরে তুলেছে বায়ার্ন। প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের ৮ মিনিটেই কিংসলি কোমানের গোলে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। এ পরিস্থিতিতে ডর্টমুন্ডের প্রয়োজন ছিল অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি জ্বলে ওঠা। কিন্তু নিজেদের মাঠে ১৫ মিনিটি ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা।

১৯ মিনিটে ম্যাচে ফেরার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল ডর্টমুন্ড। কিন্তু পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন সেবাস্টিয়ান হলার। ম্যাচে ফিরতে না পারার হতাশাতেই কি না, পরের ১০ মিনিট এলোমেলো ফুটবল খেলে ডর্টমুন্ড। এই সুযোগে ২৪ মিনিটে গোল করে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় মাইনৎস। ৬৯ মিনিটে ডর্টমুন্ডের গ্যালারিতে কিছুটা হলেও প্রাণের সঞ্চার হয় রেইনার গোলে ব্যবধান কমলে। বায়ার্ন কোলন ম্যাচের ৮১ মিনিটে ডর্টমুন্ডের গ্যালারিতে আরেক দফায় আনন্দ হিল্লোল জাগে। বায়ার্নের বিপক্ষে যে তখন সমতা ফিরিয়েছিল কোলন।

খবরটা পেয়ে ডর্টমুন্ডের খেলোয়াড়েরা নতুন উদ্যমে জেগে ওঠে। তখন যে হিসাবটা দাঁড়ায় এ রকম বায়ার্ন আর গোল করতে না পারলে ডর্টমুন্ড একটি গোল করে ড্র পেলেই জিতবে শিরোপা। কিন্তু মাইসৎস ততক্ষণে রক্ষণে ‘বাস থামিয়ে রেখে’ খেলতে শুরু করে দেয়। ফলে কিছুতেই গোল পাচ্ছিল না ডর্টমুন্ড। এর মধ্যেই আবার কোলনের বিপক্ষে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। বায়ার্নের দ্বিতীয় গোলটা করেন জামাল মুসিয়ালা।

কোলনের স্টেডিয়ামে বায়ার্নের সমর্থকেরা তখন উৎসবে মেতে ওঠে। কারণ শেষ ১০ মিনিটে শিরোপা জিততে হলে ডর্টুমন্ডকে করতে হতো ২ গোল। শেষ পর্যন্ত যোগ করা সময়ের অন্তিম মুহূর্তে ডর্টমুন্ডকে সমতায় ফেরান নিকলাস সুলে। ২-২ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ায় ডর্টমুন্ডের আক্ষেপ আরও বেড়েছে। ৩৪ ম্যাচ শেষে দুই দলের পয়েন্ট সমান ৭১। গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় শিরোপা জিতেছে বায়ার্ন।

পিএসজি ছাড়ার আগে দি মারিয়ার যে রেকর্ড ভাঙতে পারেন মেসি

প্যারিস ঃ গত কয়েক মাসের জল্পনা এবং যাবতীয় অনুমান যদি সত্যি হয়, তবে পিএসজি ও লিওনেল মেসির সম্পর্ক এখন আর মাত্র দুই ম্যাচের। আজ রাতে স্ত্রাসবুর্গের মুখোমুখি হওয়ার পর আগামী রোববার পিএসজি মৌসুমের শেষ ম্যাচ খেলবে ক্লেরমঁর বিপক্ষে। বিশেষ কোনো নাটকীয় মোড় না এলে এই দুই ম্যাচ খেলেই প্যারিসের ক্লাবটিকে বিদায় বলে দেবেন মেসি। এরপর আগামী মৌসুমে নতুন কিংবা পুরোনো ক্লাবে দেখা যাবে আর্জেন্টাইন তারকাকে। পুরোনো ক্লাবটি যে বার্সেলোনা, সেটি বোধ হয় না বললেও চলছে। আর নতুন ক্লাব বলতে মেসির সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে শোনা যাচ্ছে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামির নাম। তবে পিএসজি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেওয়ার আগে অসংখ্য রেকর্ডের মালিক মেসি চাইলে আরও একটি নতুন রেকর্ড নিজের নামের পাশে যুক্ত করে নিতে পারেন। এই রেকর্ডে মেসি পেছনে ফেলতে পারেন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সতীর্থ আনহেল দি মারিয়াকে। আর রেকর্ডটি হলো লিগ ‘আঁ’তে এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি ‘অ্যাসিস্ট’-এর (গোলে সহায়তা) রেকর্ড। ১৮ অ্যাসিস্ট নিয়ে যেটি এখন আছে দি মারিয়ার দখলে। ২০১৫-১৬ মৌসুমে পিএসজিতে খেলার সময় ১৮টি গোলে সহায়তা করে নতুন এক রেকর্ড গড়েন দি মারিয়া। গত মৌসুমে ১৭ গোলে অ্যাসিস্ট করে দি মারিয়ার কাছাকাছি এসেও শেষ পর্যন্ত রেকর্ডটি ভাঙতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপ্পে। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচ হাতে রেখে মেসি গোলে সহায়তা করেছেন ১৬টি।

যেখানে এমবাপ্পেকে ১১ গোলে, নেইমারকে ৪ গোলে এবং সের্হিও রামোসকে ১ গোলে সহায়তা করেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এখন শেষ দুই ম্যাচে আর ৩টি অ্যাসিস্ট করতে পারলে দি মারিয়াকে ছাড়িয়ে এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্টের তালিকায় সবার ওপরে উঠে আসতে পারবেন মেসি।

মৌসুমে ১৮ বা তার বেশি গোলে সহায়তা অবশ্য মেসির জন্য নতুন কিছু নয়। লা লিগায় বার্সেলোনার হয়ে অন্তত চারবার ১৮ বা তার বেশি গোলে সহায়তা করেছেন মেসি। ২০১৯-২০ মৌসুমে তো মেসি অ্যাসিস্ট করেছিলেন ২২ গোলে। তাই আগামী দুই ম্যাচে মেসি যদি অ্যাসিস্টে দি মারিয়াকে ছাড়িয়ে যান, খুব বেশি অবাক করার মতো কিছু হবে না। এদিকে আজ রাতেই লিগ ওয়ান শিরোপা ঘরে তুলতে পারে পিএসজি। স্ত্রাসবুর্গের বিপক্ষে হার এড়াতে পারলেই নিশ্চিত হবে পিএসজির শিরোপা।

যুক্তরাষ্ট্রের লিগে খেলবেন আজম খান ও ইমাদ ওয়াসিম

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এমএলসি (মেজর লিগ ক্রিকেট) শুরু হচ্ছে জুলাইয়ে। এই লিগে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের পেতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) ছাড়পত্র দেওয়ার অনুরোধ করেছে এমএলসি। সেই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। তবে দুই পাকিস্তানি ক্রিকেটারের অংশগ্রহণ এরই মধ্যে নিশ্চিত হয়ে গেছে। উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান আজম খান ও অলরাউন্ডার ইমাদ ওয়াসিমের সঙ্গে চুক্তি করেছে সিয়াটল অরকাস ফ্র্যাঞ্চাইজি। এই তথ্য জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো। এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিক ভারতের বহুজাতিক কোম্পানি জিএমআর গ্রুপ।আইপিএলের দল দিল্লি ক্যাপিটালসের মালিকানায়ও আছে কোম্পানিটি। এরই মধ্যে সিয়াটলের সঙ্গে চুক্তি করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক, শ্রীলঙ্কার দাসুন শানাকা ও জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা। পাকিস্তানের আজম ও ইমাদ পিসিবির বার্ষিক চুক্তিতে না থাকায় মেজর লিগ ক্রিকেটে খেলতে বাধা নেই। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, পিসিবির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ওয়ানডে ও টেস্ট দলের দুই নিয়মিত মুখের সঙ্গে এমএলসির এক ফ্র্যাঞ্চাইজি যোগাযোগ করেছে। এমএলসির কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে দলে নিতে চায়। এ জন্য পিসিবির কাছে অনাপত্তি প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছে এমএলসি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। পিসিবি নাকি শর্ত সাপেক্ষে খেলোয়াড় ছাড়তে রাজি আছে। শর্ত হচ্ছে খেলোয়াড়প্রতি ২৫ হাজার মার্কিন ডলার দিতে হবে। তবে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের অনাপত্তিপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজ। মেজর লিগ ক্রিকেট শুরু হবে ১৩ জুলাই। সূচি অনুযায়ী, জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলার কথা পাকিস্তানের, যা পরিবর্তিত হয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও রূপ নিতে পারে।

সংক্ষিপ্ত ››

মিয়ানমারের প্রতিনিধি দলের আশ্বাসে সন্তুষ্ট নয় বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গারা

ঢাকা ঃ সম্ভাব্য প্রত্যাবাসনকে সামনে রেখে, বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের সঙ্গে তিন ঘণ্টা বৈঠক করেছে মিয়ানমারের প্রতিনিধি দল। তবে, মিয়ানমার দলে দেয়া আশ্বাসে সন্তুষ্ট নন রোহিঙ্গারা। বৃহস্পতিবার বিকালে টেকনাফের জাদিমুরা শালবাগান ক্যাম্পে দুই শতাধিক রোহিঙ্গার সঙ্গে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর, জালিয়াপাড়ায় টেকনাফ মিয়ানমার ট্রানজিট জেটি দিয়ে ট্রলারে করে ১৪ সদস্যের মিয়ানমার প্রতিনিধি দল স্বদেশে ফিরে যায়। এর আগে সকাল ৯টার দিকে বাংলাদেশে আসে মিয়ানমার প্রতিনিধি দল। বাংলাদেশের অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) মোহাম্মদ সামছু দ্দৌজা মিয়ানমার প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান। মিয়ানমারের দলের নেতৃত্বে ছিলেন দেশটির মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্সএর মংডুর আঞ্চলিক পরিচালক অং মাইউ। এ ছাড়া ঢাকায় নিযুক্ত মিয়ানমার দূতাবাসের দুই সদস্য বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠক শেষে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (মিয়ানমার) মোহাম্মদ মইনুল কবির বলেন, আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন। কারণ, এটিই একমাত্র স্থায়ী সমাধান। রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে পাঠাতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় মিয়ানমার প্রতিনিধি দল এখানে এসেছে। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মিয়ানমার প্রতিনিধি দলের প্রধান আশ্বস্ত করেছেন যে রোহিঙ্গাদের দাবিগুলো এই মুহূর্তেই সব পূরণ করা না গেলেও, ভবিষ্যতে পূরণ করা হবে। স্বেচ্ছায় যেসব রোহিঙ্গা মিয়ানমারে যেতে রাজি হবেন তাদের এ আলোচনা শেষে দ্রুত প্রত্যাবাসন করা হবে। তবে, রোহিঙ্গারা মিয়ানমার প্রতিনিধি দলের আশ্বাসে সন্তুষ্ট নন। বৈঠকে অংশ নেয়া কয়েকজন জানান যে তারা নিজ দেশ মিয়ানমারের নাগরিকত্ব, ভিটেমাটি ফেরতসহ দেশটির অন্য জনগোষ্ঠীদের মতো চলাচলের স্বাধীনতা দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। বাংলাদেশের আশ্রিত রোহিঙ্গারা বলেন, আমাদের এনবিসি কার্ড দিয়ে সে দেশে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন। এভাবে আমরা যেতে রাজি নই।

তুরস্কে এরদোয়ানের আরও পাঁচ বছর শাসনের কী অর্থ?

ইস্তাম্বুল (ওয়েবডেস্ক)ঃ দু'দশক সময় ধরে ক্ষমতায় থাকার পর এবং এক ডজনেরও বেশি নির্বাচনের পর, তুরস্কের কর্তৃত্ববাদী নেতা রেচেপ তাইপ এরদোয়ান জানেন কীভাবে সবকিছু সামাল দিতে হয়। ইস্তাম্বুলে ট্যাক্সি ড্রাইভারদের এক সম্মেলনে মি. এরদোয়ানকে কাছে পেয়েও মানুষের যেন আশ মিটছিল না। অর্কেস্ট্রার কন্ডাক্টরের মতোই তিনি জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তার ইশারা মতো ট্যাক্সি ড্রাইভাররা উল্লাস করছিলেন, হাততালি দিচ্ছিলেন - এবং তার নির্দেশ মতোই তারা বিরোধীদের প্রতি দুয়ো দিচ্ছিলেন।

সম্মেলনের স্থানটি ছিল বসফরাসের উপকূলে ইস্তাম্বুলের একটি কনভেনশন সেন্টার, যেটি নির্মিত হয়েছিল মি. এরদোয়ান ঐ শহরের মেয়র থাকাকালীন সময়ে। তুর্কি প্রেসিডেন্ট যখন তার ভাষণ শেষ করেন, সমাবেশের উত্তেজনা তখন তুঙ্গে ঃ এক জাতি, এক পতাকা, এক মাতৃভূমি, এক দেশ। ততক্ষণে অনেক বয়স্ক ড্রাইভার উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তারা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলছিলেন ওপরের দিকে, কিংবা হাত তুলে প্রেসিডেন্টকে স্যালুট করছিলেন।

মাথায় স্কার্ফ আর রক্ষণশীল পোশাক পরে আয়েশে ওজদোয়ান ঐ সমাবেশে গিয়েছিলেন তার ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বামীর সাথে। তার নেতার ভাষণের প্রতিটি শব্দ যাতে তিনি শুনতে পান সে জন্য বেশ আগেই মিটিঙে হাজির হয়েছিলেন। সিটের পাশে ছিল একটি ক্র্যাচ। তার হাঁটতে কষ্ট হয়, কিন্তু তারপরও তিনি ঐ সমাবেশে না গিয়ে থাকতে পারেননি।

এরদোয়ান আমার কাছে সবকিছু, বিস্তৃত হাসি দিয়ে বলছিলেন তিনি। আমরা আগে হাসপাতালে যেতে পারতাম না, কিন্তু এখন আমরা সহজেই সেবা পাই। আমাদের এখন পরিবহন ব্যবস্থা আছে। তিনি রাস্তাঘাট উন্নত করেছেন। মসজিদ নির্মাণ করেছেন। দ্রুত গতির ট্রেন আর পাতাল রেল দিয়ে তিনি দেশকে উন্নত করেছেন।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের ভাষণে জাতীয়তাবাদী বক্তব্য ছিল ঐ সমাবেশের অনেকের কাছেই বেশ আকর্ষণীয়। এদেরই একজন হলেন ৫৮বছর বয়সী কাদির কাভলিওলু, যিনি গত ৪০ বছর ধরে মিনিবাস চালাচ্ছেন। যেহেতু আমরা আমাদের মাতৃভূমি ও জাতিকে ভালবাসি, তাই আমরা দৃঢ়ভাবেই প্রেসিডেন্টের পেছনে রয়েছি।

আলু পেঁয়াজের দাম বাড়ুক কিংবা কমুক, তিনি বলছেন, প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা তার সাথে আছি। আমার প্রিয় রাষ্ট্রপতিই আমাদের আশা ভরসা।

এমাসের শুরুতে তুর্কি ভোটাররা যখন নির্বাচনে ভোট দিতে গিয়েছিলেন, সে সময় তারা তাদের মানিব্যাগের অবস্থার কথা বিবেচনা করে ভোট দেননি। তুরস্কে খাবারের দাম এখন আকাশ ছোঁয়া। ৪৩ মুদ্রাস্ফীতির কারণে অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে অসহনীয় ।

এই অবস্থার পরও প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইপ এরদোয়ান, যিনি তুরস্কের অর্থনীতি এবং বাকি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, ৪৯.৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।

এই ঘটনায় বিশ্লেষকরা বেকুব বনে গেছেন, এবং গুরুত্বপূর্ণ এক শিক্ষা লাভ করেছেন, 'জনমত জরিপের ফলাফল থেকে সাবধান।'

মি. এরদোয়ানের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী, ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধীদলীয় নেতা কামাল কুলুচদারোলু নির্বাচনে পেয়েছেন মোট ৪৪.৯ ভোট।

সুতরাং, বিভক্ত এই দেশে ভোটাররাও ছিলেন বিভক্ত - বিরোধী দু'পক্ষের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ৪ ভোটের।

একজন উগ্রজাতীয়তাবাদী প্রার্থী সিনান ওগান ঐ নির্বাচনে অপ্রত্যাশিতভাবে ৫.২ ভোট পেয়েছিলেন, যে কারণে নির্বাচনটি এই রোববার দ্বিতীয় রাউন্ডের ভোটে যেতে বাধ্য হয়। মি. ওগান এরপর প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের প্রতি তার সমর্থন জানান।

তাহলে প্রশ্ন হলো, তুরস্কের অর্থনীতিতে এক বড় সঙ্কট থাকার পরও কেন বেশিরভাগ ভোটার মি. এরদোয়ানকেই বেছে নিলেন?

গত ফেব্রুয়ারিতে দেশজুড়ে বিপর্যয়কর জোড়া ভূমিকম্প, যাতে অন্তত ৫০ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, সেই ভূমিকম্প মোকাবেলায় সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রবল সমালোচনার পরও ভোটাররা কেন তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন না?

আমি মনে করি তিনি একজন চূড়ান্ত 'টেফলন রাজনীতিবিদ' কোন অভিযোগ যার গায়ে বসতে পারে না, বলছেন অধ্যাপক সোলি ওজেল, যিনি ইস্তাম্বুলের কাদির হ্যাস ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক।

তার যে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রয়েছে, এটা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। তার শরীর থেকে ক্ষমতার আভা বের হয়। এটা এমন এক জিনিস যা কুলুচদারোলুর নেই।

মি. কুলুচদারোলুর প্রতি সমর্থন রয়েছে ছয়দলীয় বিরোধী জোটের। তুর্কি জনগণকে তিনি আশার বাণী শুনিয়েছেন, এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

প্রথম দফার ভোটের ফলাফল

কিন্তু প্রথম রাউন্ডের হতাশাজনক ফলাফল দেখে তিনি নিজে এখন ডান দিকে মোচড় দিয়েছেন। তিনি এখন অনেক বেশি কট্টরপন্থী জাতীয়তাবাদী। এটা দেখে একজন তুর্কি সাংবাদিক মন্তব্য করেছে,এটা হচ্ছে পতনের রাস্তায় দৌড়।

আমি এখানে ঘোষণা করছি যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেই আমি সব শরণার্থীকে তাদের দেশে ফেরত পাঠাবো, মি. কুলুচদারোলু সম্প্রতি এক নির্বাচনী সমাবেশে বলেছেন।

এসব শরণার্থীর মধ্যে রয়েছেন ত্রিশ লাখেরও বেশি সিরিয়ান, যারা গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচার আশায় দেশ ত্যাগ করেছেন। তুরস্কে এধরনের বার্তা শুনতে জনগণ খুব ভালবাসে।

তুরস্কের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট যিনিই হোন না কেন, এই নির্বাচনে আসলে বিজয়ী হয়েছে জাতীয়তাবাদ।

ভোটাররা এযাবতকালের সবচেয়ে জাতীয়তাবাদী ও রক্ষণশীল এক সংসদকে নির্বাচিত করেছে, যেখানে মি. এরদোয়ানের ক্ষমতাসীন এ.কে. (জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) পার্টি জোটের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে।

তুরস্কের কিছু তরুণ ভোটার মনে করছেন, ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গেছে। রঙধনু রঙের এক পতাকার নীচে একটি লাল সোফায় বসে ২১বছর বয়সী জেইনেপ এবং ২৩বছর বয়সী মের্ট গরম গরম তুর্কি চা পরিবেশন করছিলেন এবং নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করছিলেন।

দু'জনেই বোগাজিচি বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়ছেন। এটি একটি সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যার রয়েছে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস। জেইনেপ এবং মের্টএর পরিচয় হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এলজিবিটিকিউ ক্লাবে - যেটি এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ২০১৫ থেকে ঐ ক্যাম্পাসে সমকামীদের শোভাযাত্রা করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান তুরস্কের সমকামী সম্প্রদায়কে টার্গেট করে বক্তব্য দিয়েছেন। ইজমির শহরে এক বিশাল সমাবেশে তিনি বলেছেন, এই জাতি থেকে কোনো এলজিবিটি মানুষ বের হবে না।

আমাদের পারিবারিক কাঠামোকে আমরা কলঙ্কিত করি না। মানুষের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ায় - আমাদের পরিবারগুলো এমনই।

কাঁধ পর্যন্ত কালো চুল এবং কানে দুল পরা মের্টের মনে হচ্ছে, তুরস্কের এলজিবিটি সম্প্রদায় এখন ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

এরদোয়ান নিজে, প্রতিটি বক্তৃতায়, প্রতিটি অনুষ্ঠানে, আমাদের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে তুলে ধরছেন, বলছিলেন তিনি, দিনের পর দিন রাষ্ট্র আমাদের শত্রু বানাচ্ছে।

নতুন এক তুর্কি শতাব্দী

সরকার যখন কিছু বলে তখন তা সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে। আপনি দেখবেন আপনার নিকটতম ব্যক্তি, এমনকি আপনার পরিবারের মধ্যেও এটি প্রতিফলিত হবে। এমন যদি চলতে থাকে, তাহলে এরপর কী হবে? আমরা সবসময় সতর্ক, সবসময় উত্তেজিত, আর সবসময় ভয়ের মধ্যে আছি, বলছিলেন তিনি।

জেইনেপ এখনও আশা করছেন একটি নতুন যুগের। কিন্তু তিনি জানেন যে সেই নবযুগ হয়তো নাও আসতে পারে। আমার বয়স এখন ২১ বছর। আর তারা এখানে ক্ষমতায় রয়েছে ২০ বছর ধরে। আমি পরিবর্তন চাই এবং সেটা যদি আমি না দেখি তাহলে আমি দুখূ পাব, ভয় পাব। তারা আমাদের ওপর আরও আক্রমণ করবে। তারা আমাদের অধিকার আরও কেড়ে নেবে। তারা আরও অনেক কিছু নিষিদ্ধ করবে বলে আমার মনে হয়। কিন্তু এর পরও আমরা কিছু একটা করব, এরপরও আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো।

রোববার তুর্কি ভোটাররা তাদের দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় ভোট দিতে যাবেন, যেটি হবে তুরস্কের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়।

মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্ক একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পার হয়েছে প্রায় ১০০ বছর।

রেচেপ তাইপ এরদোয়ান আবার নির্বাচিত হলে একটি নতুন তুর্কি শতকের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তার সমর্থকরা বলছেন, তিনি আরও উন্নয়ন, আরও শক্তিশালী এক তুরস্ক উপহার দেবেন।

টুকরো খবর

আঞ্চলিক সংযোগে অবদান রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ও চীন

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)-এর পৃষ্ঠপোষকতায়, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক সংযোগে অবদান রাখতে আগ্রহ দেখিয়েছে বাংলাদেশ ও চীন । শনিবার (২৭ মে) ঢাকায়, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় অনুষ্ঠিত জননিরাপত্তা বিষয়ে আয়োজিত সংলাপে, উভয় দেশের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হন।

বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং চীনা প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাইস মিনিস্টার সান উইডং।

উভয় পক্ষ বিদ্যমান প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় সন্তোষ প্রকাশ করে এবং নিয়মিত কর্মকর্তা পর্যায়ের আলোচনা এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া, অনলাইন জুয়া এবং মাদক পাচারের মতো নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা তৈরিতে চীন তার সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আবহাওয়া স্যাটেলাইটের তথ্য শেয়ার করায়, চীনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা রোহিঙ্গা সংকটসহ অন্যান্য বহুপক্ষীয় ও আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

চীনা পক্ষ বাংলাদেশ থেকে রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের দ্রুত, নিরাপদ, টেকসই এবং স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের সহজতর করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে। ভাইস মিনিস্টার সান উইডং উল্লেখ করেন যে দ্রুত প্রত্যাবাসন বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং সমগ্র অঞ্চলের জন্য উপকারী হবে। পাইলট প্রজেক্টের প্রথম ব্যাচের প্রত্যাবাসনের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের নিজ নিজ প্রতিনিধিদের মিয়ানমারে 'গো এন্ড সি' সফর এবং বাংলাদেশে 'আসুন এবং কথা বলুন' সফরের ব্যবস্থা করার জন্য চীনা পক্ষ বাংলাদেশের উদ্যোগের প্রশংসা করেছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব, সহযোগিতার জন্য চীনকে ধন্যবাদ জানান এবং বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে, টেকসই প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য বাংলাদেশের চলমান প্রচেষ্টার ওপর জোর দেন। উভয় প্রতিনিধি দল পারস্পরিক স্বার্থ এবং বহুপক্ষীয় ফোরামে সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এক চীন নীতিতে অব্যাহত সমর্থনের জন্য, বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা পুনর্ব্যক্ত করেছে চীনা পক্ষ। কোভিড১৯ মহামারী মোকাবেলায় ভ্যাকসিন তৈরির জন্য চীনের সহায়তার জন্য বাংলাদেশ আবারো তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছে। উভয় পক্ষ বাংলাদেশের বিভিন্ন মানের অবকাঠামো প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে এবং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল এবং পদ্মা সেতু রেল সংযোগের মতো মেগা প্রকল্পের আসন্ন উদ্বোধনকে স্বাগত জানিয়েছে। উভয় পক্ষই বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ খাতে কয়েকটি অতিরিক্ত প্রকল্প প্রস্তাব সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে আরো এগিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে। উভয় পক্ষ ১ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে কার্যকর হওয়া ৯৮ শতাংশ পণ্যে, শুল্ক এবং কোটা ফ্রি (ডিএফকিউএফ) অ্যাক্সেস ব্যবহার করে চীনে রপ্তানি বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করেছে। চীনা পক্ষ, প্রয়োজনীয় মান্যতা অনুসরণ করে বাংলাদেশ থেকে মৌসুমী ফল এবং হিমায়িত খাবার আমদানিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, চীনের সঙ্গে বিদ্যমান বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা কমাতে, ডিএফকিউএফ কভারেজের মধ্যে শাকসবজি, ওষুধ, কাঁচা চামড়া, ফুটওয়্যার, নন নিট পোশাকের মতো রপ্তানি আইটেম অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। চীনা উপমন্ত্রী চট্টগ্রামে চীনা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীনা প্রতিষ্ঠানের বিনিযোগে উৎসাহিত করার আশ্বাস দেন। তারা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা গুয়াংঝু সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালু করার জন্য চীনা বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সময়মত যোগাযোগের পরামর্শ দেন। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে, দুই পক্ষ নিয়মিত কনস্যুলার পরামর্শ চালু করতে সম্মত হয়েছে। বাংলাদেশ, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং বায়োটেকনোলজিতে উদ্ভাবনের বিষয়ে চীনের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
28:05:2023

বেহেশত ছেড়ে পার্টিকুলার দলের লোককে জেতানোর জন্য কেন ঝুঁকি নেবে?

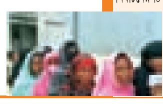

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে চিত্র বাংলাদেশে অনেক বছর দেখা যায়নি। নানা কারণে এই নির্বাচনের একটা বাড়তি গুরুত্ব আছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, নির্বাচনের সময় ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর দাপট এবং তাদের নির্বাচনে জেতানোর জন্য প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেভাবে তৎপর হয়ে উঠতো, সে চিত্র গাজীপুরে ছিল না। অনেকের ধারণা, নির্বাচনের ঠিক আগের রাতে আমেরিকা নতুন যে ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে, সেটির প্রভাব পড়েছে নির্বাচনে। গাজীপুর সিটি নির্বাচনে কিছু ক্ষেত্রে এজেংটদের গোপনে হুমকি দেয়ার অভিযোগ আসলেও বড় পরিসরে কোনো সহিংসতা বা অপ্রীতিকর ঘটনার কথা শোনা যায়নি। আওয়ামী লীগের বিপরীতে জিতেছেন এমন একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী ‑ যাকে রাজনীতিতে সরাসরি কেউ চিনতো না। বিজয়ী জায়েদা খাতুনের পরিচয় মূলত সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের মা হিসেবে। জাহাঙ্গীর আলম আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার হয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে এক বিতর্কিত মন্তব্য ফাঁসের জেরে।

‘শান্তিকামী’ জাপান কেন নতুন করে অস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে?

লন্ডন (এজেন্সী) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় এবং তারপর হিরোশিমা নাগাসাকিতে আমেরিকার ফেলা পারমানবিক বোমায় হাঁটুর ওপর বসে পড়েছিল এক সময়ের পরাক্রমশালী ঔপনিবেশিক শক্তি জাপান।

আমেরিকার চাপে যুদ্ধের পর তাদের নতুন সংবিধানে একটি ধারা (আর্টিকেল নাইন) যোগ করে জাপানকে বলতে হয়েছিল যে তারা আর কখনো যুদ্ধ করবে না, এবং কোনো সেনাবাহিনী রাখবে না।

পরবর্তীতে জাপানি রাজনীতিকদের অনেকেই খোলাখুলি বলেছেন সংবিধানের ঐ নবম ধারা জাপানকে দুর্বল করেছে। কিন্তু কোনো রাজনীতিবিদ একে উল্টে দেওয়ার সাহস করেননি।

কিন্তু এই শতকের প্রথম দিক থেকে জাপানি নেতারা সেই সাহস দেখাতে শুরু করেন। শুরু করেছিলেন জুনিচিরো কোইজুমি। এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন শিনজো আবে। আর এখন তার উত্তরসূরি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা কোনও রাখঢাক করছেন না।

মি. কিশিদার সময় জাপান প্রচুর অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান কিনেছে এবং কিনছে। বিমানবাহী একাধিক জাহাজ সংস্কার করছে। শত শত মার্কিন টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র কেনার অর্ডার দিয়েছে। ২০২৭ সালের মধ্যে ৩১১ বিলিয়ন ডলার প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মি. কিশিদা, যা সেদেশের জিডিপির ২ শতাংশ, এবং আগের পাঁচ বছরের চাইতে ৫০ শতাংশ বেশি।

অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, জাপান শেষ পর্যন্ত তাদের সেই যুদ্ধবিরোধী, শান্তিকামী দেশের ইমেজ পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু ঠিক কেন জাপান এখন তাদের প্রতিরক্ষা নিয়ে এত তৎপর হয়ে উঠেছে?

চীনজাপান সম্পর্কের গবেষক ও বিশ্লেষক এবং কুয়ালালামপুরে মালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদ আলী মনে করেন, চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তি নিয়ে জাপান বেশ কিছুকাল ধরেই উদ্বিগ্ন। ইউক্রেনে রুশ হামলা জাপানের সেই উদ্বেগ আরো একধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ইউক্রেনে রুশ হামলার পর জাপান বিচলিত যে রাশিয়া যদি এমনটি করতে পারে তাহলে চীনও তাইওয়ান আক্রমণ করতে পারে। তাদের ভয় যদি চীন তা করে এবং তাইওয়ান চীনের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তাহলে চীনের নৌবাহিনীর যে শক্তি তাকে আটকানোর আর কোনও উপায় থাকবেনা, বলেন ড. আলী।

জাপানের ভয় তাইওয়ান নিয়ে যুদ্ধ বাঁধলে সেই যুদ্ধে আমেরিকা জড়িয়ে পড়বে এবং তাদেরও জড়িয়ে পড়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

তাইওয়ানের খুব কাছেই জাপানের সর্ব দক্ষিণের কিছু দ্বীপ অবস্থিত। সেগুলোতে কি চীন হাত দেবে? ওকিনাওয়া দ্বীপে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি কি চীনের টার্গেট হতে পারে? এসব প্রশ্ন নিয়ে জাপানে বেশ কবছর ধরে কথাবার্তা হচ্ছে। পাশাপাশি, উত্তর কোরিয়ার পারমানবিক এবং ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়েও জাপান গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

এমনিতেই ঐতিহাসিক কারণে চীনের প্রতি জাপানের ভয়ভীতি রয়েছে। ১৮৯৪ সাল থেকে চীন ও জাপানের মধ্যে বৈরিতা চলছে। ষাটের দশকের শেষ দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন চীনের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিলেন। সেই সূত্রে পরের ২০ বছর জাপানও চীনের সাথে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়। কিন্তু ১৯৯৯ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে আবারেও বৈরী ভাবাপন্ন দৃষ্টি নিয়ে দেখতে শুরু করলে জাপানও সেই পথ নেয়। ২০০৭ সালে শিনজো আবে ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকে সেই বৈরিতা ভিন্ন মাত্রা পায়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা আরো কট্টরপন্থী অবস্থান নিয়েছেন। চীন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হবে জেনেও তিনি এমনকি সম্প্রতি নেটো সামরিক জোটকে টোকিওতে একটি মিশন খোলারও অনুমতি দিয়েছেন।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং রাজনীতির অধ্যাপক জাজুটো সুজুকি বিবিসিকে বলেছেন জাপানের ভেতরে একটি সাধারণ বোধ তৈরি হয়েছে যে দেশের চারপাশটা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

সে কারণেই সাম্প্রতিক কিছু জনমত জরীপ বলছে দেশের সিংহভাগ মানুষ প্রতিরক্ষা জোরদার করার পক্ষে। ৯০ শতাংশ জাপানি এখন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক সহযোগিতা আরো ঘনিষ্ঠ করার পক্ষে। ৫১ শতাংশ সংবিধানের নবম ধারা সংশোধনের পক্ষে।

ফলে, মি. কিশিদা এবং তার দল এলডিপির ওপর তেমন চাপ নেই। জাপানকে দিনকে দিন অস্ত্রে সজ্জিত করা হচ্ছে, এবং ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলে চীনকে সামরিক এবং অর্থনৈতিকভাবে আয়ত্তে রাখার আমেরিকার যে নীতি তা বাস্তবায়নে জাপান এখন প্রধান একটি ভূমিকা রাখছে।

সৈয়দ মাহমুদ আলী বলেন, মি. আবের উদ্যোগেই কোয়াড নামে চীনের বিরুদ্ধে একটি মিত্র কোয়ালিশন গড়ে তোলা হয়। সেই প্রচেষ্টা ক্রমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে, এবং জাপানই তার নেতৃত্বে রয়েছে।।

বাংলাদেশকে অস্ত্র দেবে জাপান তাদের এই ইন্দোপ্যাসিফিক কৌশলের অংশ হিসাবে এমনকি বাংলাদেশেও চীনের প্রভাব কমাতে উদ্যোগী হয়েছে জাপান। বাংলাদেশের সাথেও সামরিক সহযোগিতার একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছে তারা। অনেক বিশ্লেষক বলছেন কক্সবাজারে মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্রে বন্দর নির্মাণ প্রকল্পে জাপানের অর্থায়নের পেছনে আসলে তাদের সেই ভূরাজনৈতিক লক্ষ্যই কাজ করছে।

ঢাকায় নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা সংস্থা বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পিস অ্যান্ড স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল (অব) এএনএম মুনিরউজ্জামান বলেন, কাগজেকলমে মাতারবাড়ি প্রকল্পকে জাপান এখনও তাদের ইন্দোপ্যাসিফিক কৌশলের অংশ হিসাবে দেখায়নি, কিন্তু সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

জাপান বলছে মাতারবাড়ি প্রকল্প তাদের বিগবি (বে অব বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেল্ট) কর্মসূচির অংশ। এটি তাদের একটি কৌশলগত পরিকল্পনা। মাতারবাড়িকে কেন্দ্র করে তারা এ অঞ্চলে, বিশেষ করে বাংলাদেশ সংলগ্ন ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে, অর্থনৈতিক জোন গড়ে তুলবে এবং বিভিন্ন পণ্যের একটি সাপ্লাই চেইন প্রতিষ্ঠা করবে। চীনের ওপর আমদানি নির্ভরতা কমানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে হয়, বলেন জে. মনিরুজ্জামান।

জাপানি প্রধানমন্ত্রী কিশিদা মার্চে যখন ভারতে যান সেসময় স্পষ্টভাবেই এই ইঙ্গিত দেন।

তবে, মি জামান বলেন, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরের প্রকল্পটি জাপানের নিরাপত্তা কৌশলের অংশ কিনা তা এখনও সরাসরি বলা না গেলেও দেশটি এখন বাংলাদেশের সাথে সামরিক সম্পর্কের জন্য উন্মুখ। তিনি বলেন, এপ্রিলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার টোকিও সফরের সময় দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে যৌথ ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয়েছে তাতে স্পষ্ট যে দুই দেশের সম্পর্ক একটি স্ট্রাটেজিক অংশিদারিত্বের সম্পর্কে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে জাপানকে সবসময় বাংলাদেশের একটি অর্থনৈতিক অংশীদার, উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু এবার যৌথ ঘোষণায় নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা খাতে বড়মাপের সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে, বলেন জে, মুনিরুজ্জামান।

তিনি জানান, এপ্রিলের ঐ যৌথ ঘোষণা অনুযায়ী জাপান ও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে যৌথ মহড়া হবে, সিনিয়র কম্যান্ডার পর্যায়ে সফর হবে, সামরিক প্রশিক্ষণ হবে, দুই দেশের দূতাবাসে প্রথমবারের মত সামরিক শাখা খোলা হবে। এছাড়া, বাংলাদেশের সাথে নিরাপত্তা সহযোগিতা সমন্বয় করতে জাপান ঢাকায় একটি অফিস করবে। এমনকি এই প্রথমবার জাপান বাংলাদেশকে সমরাস্ত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এটা স্পষ্ট যে নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা খাতে বড় ধরণের সহযোগিতার সূচনা হচ্ছে দুই দেশের মধ্যে।

ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলে চীন ও আমেরিকাকে কেন্দ্র করে যে দলাদলি বা মেরুকরণ চলছে তাতে কি বাংলাদেশ কি তাহলে কোন পক্ষ নিয়ে ফেলছে?

প্রকাশ্যে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ কোনো পক্ষ নেয়নি। তবে যৌথ ঘোষণায় এমন কিছু এসেছে যা বাংলাদেশের জন্য একদম নতুন কিছু পদক্ষেপ। আপনি বলতে পারেন একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তার মাত্রা বুঝতে আরো অপেক্ষা করতে হবে, বলেন জে. মুনিরুজ্জামান।

এতদিন ধরে জাপান ও বাংলাদেশের সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি ছিল অর্থনীতি, বাণিজ্য বিনিয়োগ। সেই সম্পর্কে হঠাৎ করে সামরিক আঙ্গিক যোগ হওয়া কিছুটা বিস্ময়কর। বোঝাই যাচ্ছে অন্য অনেক শক্তিধর দেশের মত জাপানও এখন বিনিয়োগকে তাদের ভূরাজনৈতিক কে।শলের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের পথ নিচ্ছে।

বাংলাদেশ নজরে কেন?

বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ভারত চাইছে বাংলাদেশ যেন বিশেষ করে বন্দর এবং অন্যান্য কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে বিনিয়োগের জন্য চীনের দ্বারস্থ না হয়। এমনকি চীন বিরোধী সহযোগিতা জোট কোয়াডে ঢুকতে বাংলাদেশকে চাপাচাপি করা হয়েছে বলেও বিভিন্ন সময় খবর বেরিয়েছে।

কেন বাংলাদেশকে পক্ষে টানার এই চেষ্টা? বাংলাদেশকে কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছে জাপান বা আমেরিকা?

এর কারণ বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান। বাংলাদেশের অবস্থান বঙ্গোপসাগরের ঠিক উত্তরে, এর একদিকে দক্ষিণ এশিয়া, অন্যদিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, বলেন ড. মাহমুদ আলী।

কিন্তু জাপান বা আমেরিকার মত শক্তিধর ধনী দেশের কাছ থেকে এই বিশেষ নজর কি বাংলাদেশের স্বার্থের পক্ষে যাবে? অর্থনৈতিক বা কূটনৈতিক দরকষাকষিতে বাংলাদেশের সুবিধা হবে? নাকি বিপত্তি তৈরি করবে?

জেনারেল মুনিরুজ্জামান মনে করেন, কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষার যে নীতি বাংলাদেশ বহুদিন ধরে অনুসরণ করছে তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

আমরা এতদিন যে ধরনের ভারসাম্য রক্ষা করে চলছিলাম, তা চাপের মুখে পড়েছে। দুদিক থেকেই এমন সব প্রস্তাবনা আসছে যেগুলোর সাথে যুক্ত হলে একপক্ষে চলে যেতে হবে। কৌশলগত সেই স্বাধীনতা ধরে রাখতে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ চেষ্টা করে যাচ্ছে, তবে আমি সন্দিহান কতদিন আমরা তা পারবো, বলেন জেনারেল মুনিরুজ্জামান।

অবকাঠামোর জন্য বাংলাদেশের এখনও প্রচুর সহজলভ্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। তৈরি পোশাক ও অন্যান্য কিছু পণ্যের জন্য তাদের পশ্চিমা বাজার প্রয়োজন। সেই পুঁজির জন্য বাংলাদেশ চীনের কাছেও গেছে, জাপানের কাছেও গেছে, পশ্চিমাদের কাছেও গেছে। কিন্তু বর্তমানে শক্তিধর দেশগুলোর ভূরাজনৈতিক দলাদলি যেভাবে বাড়ছে, তাতে বাংলাদেশের মত পুঁজির অভাবগ্রস্ত, কূটনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলো জটিল সমস্যায় পড়ে যেতে পারে।

ইউক্রেনের হাসপাতালে রুশ রকেট হামলা

ইউক্রেন (এজেন্সী) ঃ পূর্ব ইউক্রেনের দনিপ্রোতে একটি চিকিৎসা কেন্দ্রের ওপর রুশ ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানলে দু'জন নিহত এবং আরো অন্তত ২৩ জন আহত হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্ক এই আক্রমণের কথা নিশ্চিত করে বলেছেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখন হাসপাতালটি থেকে লোকজনকে উদ্ধার করা এবং আক্রান্ত স্থানটি পরিস্কার করার জন্য কাজ করছেন। আহতদের মধ্যে দুটি শিশুও রয়েছে এবং মোট ২১ জন আহত লোককে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা গুরুতর।

এর আগে আঞ্চলিক গভর্নর সেরহি লিসাক বলেন, রকেট এবং ড্রোন ব্যবহার করে শহরটিতে আক্রমণ চালানো হয়েছে।

এ ছাড়া রাজধানী কিয়েভেও হামলা হয়েছে। রাশিয়ার বেলগোরদ অঞ্চলেও গতরাতে অন্তত ১৩০টি হামলা হয় বলে সেখানকার গভর্নর জানিয়েছেন। এতে একজন মহিলা আহত হয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন ‑ যাতে দেখা যায় দনিপ্রোর হাসপাতাল ভবনটি থেকে ধোঁয়া উঠছে এবং অগ্নিনির্বাপকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন। রুশ সন্ত্রাসীরা যে সকল মানবিকতা ও সততার বিরুদ্ধে তা তারা আবারো নিশ্চিত করেছে বলেন মি . জেলেনস্কি।

ইউক্রেনের কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা গত রাতে রাশিয়া থেকে নিক্ষিপ্ত ১৭টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৩১টি ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করেছে।

পূর্ব ইউক্রেনের দুটি শহর দনিপ্রো এবং খারকিভে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে বেশ কয়েকটি ড্রোন ও

ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে ‑ যার মধ্যে একটি তেল শোধনাগারও রয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত ড্রোনের টুকরো পড়ে বাড়িঘর, শপিং সেন্টার ও কিছু গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ ছাড়া শুক্রবার ক্রাইমিয়ার পূর্বদিকে রাশিয়ার ভেতরে ক্রাসনোডারে এক বিস্ফোরণে কিছু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আঞ্চলিক গভর্নর বলেছেন দুটি ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলায় এ বিস্ফোরণ ঘটেছে।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রাশিয়া ইউক্রেনের ওপর হামলা জোরদার করেছে এবং ইউক্রেনীয় বাহিনীর সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমণের আগে বিভিন্ন অবকাঠামোকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছে।

বেশি দামে দেশীয় কোম্পানি থেকে সয়াবিন তেল কেনা হচ্ছে কেন?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের সরকার সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বা টিসিবির জন্য এক কোটি ৮০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল কেনা হবে। এর মধ্যে বড় অংশ কেনা হবে আমেরিকার একটি কোম্পানির মাধ্যমে। এছাড়া বাংলাদেশি একটি কোম্পানিও সয়াবিন তেল সরবরাহ করবে সরকারকে। বাংলাদেশের কোম্পানীর কাছ থেকে যে তেল কেনা হচ্ছে, সেটির দাম আমেরিকার কোম্পানির তুলনায় প্রতি লিটারে ৪৩ টাকা বেশি। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এতো বেশি দাম দিয়ে বাংলাদেশর কোম্পানির কাছ থেকে তেল ক্রয় করা হচ্ছে? বিদেশি কোম্পানি থেকে ক্রয় করা তেলের দাম লিটারপ্রতি নির্ধারন হয়েছে ১৪০ টাকা এবং দেশীয় কোম্পানি থেকে ক্রয় করা তেলের দাম নির্ধারন করা হয়েছে লিটারপ্রতি ১৮২ টাকা ৬৫ পয়সা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে গত বুধবার সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি অ্যাসেনচ্যুয়েট টেকনোলজির কাছ থেকে ১ কোটি ১০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়, যাতে খরচ হবে ১২৯ কোটি ৫৮ লাখ ৭৭ হাজার টাকা। অপর এক প্রস্তাবে দেশীয় সিটি এডিবল অয়েলের কাছ থেকে ৭০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়, যেখানে ব্যয় হবে ১২৭ কোটি ৮৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এতে করে দুই কোম্পানি থেকে ক্রয় করা তেলের মূল্য প্রতি লিটারে পার্থক্য দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৩০ শতাংশ, অর্থাৎ ৪৩ টাকার মতো। টিসিবি চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান যুক্তি দেন, বিদেশি কোম্পানির মাধ্যমে তেল বাংলাদেশে পৌঁছাতে সময় লাগে। আমেরিকার যে কোম্পানির মাধ্যমে সয়াবিন তেল ক্রয় করা হচ্ছে, সেটি আসবে ব্রাজিল থেকে। এই তেল বাংলাদেশে আসতে সময় লাগবে। ফলে তাৎক্ষনিক চাহিদা মেটানোর দেশীয় কোম্পানির কাছ থেকেও তেল ক্রয় করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে যে কার্যক্রম পরিচালনা করছি তা সামনে মাসের চাহিদার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু আমদানিকৃত তেল পৌঁছাতে দুই মাস লেগে যাবে। ফলে পরবর্তী মাসের জন্য যে তেল লাগবে তা তাৎক্ষনিকভাবে লোকাল মার্কেট থেকে কিনে বিক্রি করতে হবে। বিবিসি বাংলাকে বলেন ব্রিগেডিয়ার হাসান। প্রতি মাসে ভোক্তা পর্যায়ে বিতরণের জন্য টিসিবির প্রয়োজন হয় দুই কোটি লিটার সয়াবিন তেল। যে সয়াবিন তেল কেনা হচ্ছে ,তার মধ্যে দেশীয় কোম্পানি থেকে ক্রয় করা করা তেল দিয়ে জুনজুলাই এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানি থেকে কেনা তেল দিয়ে অগাস্টসেপ্টেম্বরের তেলের চাহিদা পূরণ করা হবে বলে জানান টিসিবি চেয়ারম্যান। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে না পারার কারণে অনেক সময় বেশি দাম দিয়ে স্থানীয় কোম্পানির কাছ থেকে পণ্য কিনতে হয় টিসিবিকে। যদি দ্রুত এবং দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত নেয়া যেতো, তাহলে কম দামে বিদেশ থেকে আমদানি করা সহজ হতো বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো মুস্তাফিজুর রহমান। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে না পারার কারণে দেশীয় কোম্পানীর উপর নির্ভর করতে হয় টিসিবিকে। ফলে এক পর্যায়ে সরকার দেশীয় ‘ব্যবসায়ীদের কাছে জিম্মি’ হয়ে যায় বলে মনে করেন মি. রহমান। বেসরকারী আমদানিকারকদের সাথে দরকষাকষির সুযোগ থাকে না এবং দাম বেশি দিয়ে কিনতে হয়। তাৎক্ষনিক চাহিদার অযুহাতে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বচ্ছতার অভাবে এই দামের পার্থক্য অনেক বেশি হয় বলেও মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ।